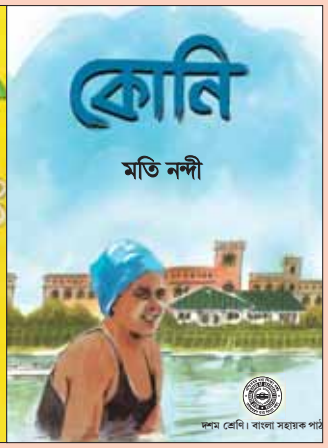

বাংলা (প্রথম ভাষা)

নবম ও দশম শ্রেণি

প্রশিক্ষণ পুস্তিকা

পরিকল্পনা ও নির্মাণ

বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

সমগ্র শিক্ষা অভিযান

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাংলা

(প্রথম ভাষা)

নবম ও দশম শ্রেণি

প্রশিক্ষণ পুস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সমগ্র শিক্ষা অভিযান
পরিকল্পনা ও নির্মাণ : বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৬

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

জুলাই, ২০২০

SSA প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ পুস্তিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

মুদ্রক

çöëÞÝÞ öîA†œ öÝÞ : ÝÞ î„Þ „ÞöÞ™yöîŸ˜ !œ!›öÝÞvÞ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদের কথা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির ওপর বিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯কে সামনে রেখে প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তুত করেছে। ২০১৫ সালের নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণির 'বাংলা' বিষয়ের পাঠ্যবই রচিত হয়েছে। কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে উঠে আসে : ১. নবম ও দশম শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জিত দক্ষতা কীভাবে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ঘটাতে পারে? ২. নবম ও দশম শ্রেণি সমাপ্তিতে একজন শিক্ষার্থী দায়িত্ববান ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে নিজেকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারল? ৩. বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক জীবনে কতখানি প্রতিফলন ঘটাতে পারল এবং ব্যবহার করতে পারল? এইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিশেষজ্ঞ কমিটি জ্ঞানগঠন পদ্ধতির রূপরেখা প্রস্তুত করেছে।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর পরামর্শমতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার নবম ও দশম শ্রেণির প্রথম ভাষা 'বাংলা' বিষয়ের শিখন ও মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রস্তুত করা হলো এই নির্দেশিকা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড.পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি এই প্রশিক্ষণ শিবির সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং ভবিষ্যৎ পঠন-পাঠনে ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলবে।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

জুলাই, ২০২০
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হয়। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হয়েছে।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর পরামর্শ মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার নবম ও দশম শ্রেণির প্রথম ভাষা 'বাংলা' বিষয়ের শিখন ও মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রস্তুত করা হল এই নির্দেশিকা।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের পরিকল্পনা ও সহায়তায় শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কে রাজ্যব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও সমগ্র শিক্ষা অভিযানের পক্ষে প্রকাশিত এই প্রশিক্ষণ পুস্তিকা শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়নের সার্থক রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সেপ্টেম্বর, ২০১৮
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
বিশেষজ্ঞ কমিটি
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

²|!ŸÇ|' |™!|ß|„|y নির্মাণ ও বিন্যাস

x•Äy|™„| x¦|#„| ›‹›"yî Sö‰|ëyî›Äy˜- !îöŸ¡K| „|!›!Ý|V

রুদ্রশেখর সাহা **ঋত্বিক মল্লিক**

সূ চি প ত্র

	পৃষ্ঠা
সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)	১
শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা	২
প্রথম অধ্যায় : বিদ্যালয় স্তরে প্রথম ভাষারূপে বাংলা-ভাষা শিক্ষা	৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলার কাম্য শিখন সামর্থ্য	৮
তৃতীয় অধ্যায় : প্রজ্ঞামূলক ক্ষেত্রের প্রত্যাশিত শিখন ফলাফল (Expected learning outcome) এবং তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াশীল শব্দ	১০
চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি : নবম শ্রেণি	১৩
পঞ্চম অধ্যায় : অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন	১৮
ষষ্ঠ অধ্যায় : পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের ধরন ও রূপরেখা	৩৯
সপ্তম অধ্যায় : নমুনা প্রশ্নপত্র	৪২
অষ্টম অধ্যায় : কর্মপত্র	৭০

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)

দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা যাতে সমব্যবহার (access), সমান অংশীদারিত্ব (equity) এবং উৎকর্ষ (quality)— এই তিনটি বিষয়েরই সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ তা সুনিশ্চিত করতে চায়। ২০১৮-২০১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের পরামর্শ অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA) প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান নামের দুই স্বতন্ত্র প্রকল্পকে একটি প্রকল্পের মধ্যে নিয়ে আসা হল। এর ফলে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি সামগ্রিকভাবে একটি প্রকল্পের মধ্যে চলে এল।

সর্ব শিক্ষা অভিযান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এবং শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় ঘটেছে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে। সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের লক্ষ্য বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সুযোগসমূহ এবং কাম্য শিখন সামর্থ্যগুলির সাম্য নিরুপণ করার মাধ্যমে বিদ্যালয়গত কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটানো। বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন এবং প্রধান প্রভাবকগুলির সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্প বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে উন্নয়নের একটি কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ণয় করেছে এবং সে কাজে সমস্ত স্তরে বিশেষত রাজ্য, জেলা ও চক্র স্তরে কাঠামো ও সম্পদ ব্যবহার করা তথা প্রয়োগ কৌশল নির্ধারণ করা এবং সে কাজে সমস্ত ব্যয় বহন করার উপরে জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রাকল্পিক লক্ষ্যসমূহের পরিবর্তে সর্বস্তরে ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যালয়গত সামর্থ্যসমূহের বিকাশ এবং সার্বিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করার উপর জোর দিয়েছে।

সমগ্র শিক্ষা অভিযানের প্রধান লক্ষ্য

এই প্রকল্পটির সামগ্রিকতা বলতে বোঝায় ব্যবহারের, সমান অংশীদারিত্ব ও উৎকর্ষের সর্বজনীনতা, বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিন শিখন সামগ্রীর প্রয়োগ এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে শক্তিশালী করে তোলা।

এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যগুলি হল :

- শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীর শিখন-সামর্থ্যের বিকাশ।
- সামাজিক এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ।
- সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া।
- বিদ্যালয়ের সুযোগসুবিধাগুলি সুনিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ রাজ্যে বলবৎ করার জন্য সাহায্য করা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি
ও
NCFTE 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শর্তের মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে National Council for Teacher Education কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ গ্রহণরত শিক্ষক এবং NCERT, SCERT, DIET, বিভিন্ন NGO প্রভৃতির সঙ্গে দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ আলোচনার পর একটি প্রাথমিক নথি প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নথিটিই National Curriculum Framework for Teacher Education, 2009 (NCFTE, 2009) নামে পরিচিত। এই মূল্যবান নথিটি আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ পুস্তিকা নির্মাণে দিক্‌নির্দেশ করেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাধারণ নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে NCFTE, 2009 নথিতে বলা হয়েছে '*... we have realized the tentative and fluid nature of the so-called knowledge-base of teacher education. This makes reflective practice the central aim of teacher education. Pedagogical knowledge has to constantly undergo adaptation to meet the needs of diverse contexts through critical reflection by the teacher on his/her practices.*' এই অংশে আমরা দেখব শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE, 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য কোথায়।

Comparison between the Dominant Current Practice and Proposed Process-Based Teacher Education Curriculum Framework

Dominant Practice of Teacher Education	Proposed Process-Based Teacher Education
Focus on psychological aspects of learners without adequate engagement with contexts. Engagement with generalised theories of children and learning.	Understanding the social, cultural and political contexts in which learners grow and develop. Engagement with learners in real life situations along with theoretical enquiry.
Theory as a "given" to be applied in the classroom.	Conceptual knowledge generated, based on experience, observations and theoretical engagement.
Knowledge treated as external to the learner and something to be acquired.	Knowledge generated in the shared context of teaching, learning, personal and social experiences through critical enquiry.

Dominant Practice of Teacher Education	Proposed Process-Based Teacher Education
Teacher educators instruct and give structured assignments to be submitted by individual students. Training schedule packed by teacher-directed activities. Little opportunity for reflection and self-study.	Teacher educators evoke responses from students to engage them with deeper discussions and reflection. Students encouraged to identify and articulate issues for self-study and critical enquiry. Students maintain reflective journals on their observations, reflections, including conflicts.
Short training schedule after general education.	Sustained engagement of long duration professional education integrated with education in liberal sciences, arts and humanities.
Students work individually on assignments, in-house tests, field work and practice teaching.	Students encouraged to work in teams undertaking classroom and learners' observations, interaction and projects across diverse courses. Group presentations encouraged.
No "space" to address students' assumptions about social realities, the learner and the process of learning.	Learning "spaces" provided to examine students' own position in society and their assumptions as part of classroom discourse.
No "space" to examine students' conceptions of subject-knowledge.	Structured "space" provided to revisit, examine and challenge (mis) conceptions of knowledge.
Practice teaching of isolated lessons, planned in standardised formats with little or no reflection on the practice of teaching.	School Internship – students teach within flexible formats, larger frames of units of study, concept web-charts and maintain a reflective journal.

তথ্যসূত্র :

১. **National Curriculum Framework for Teacher Education : Towards Preparing Professional and Humane Teacher, National Council for Teacher Education, New Delhi, 2009**

বিদ্যালয় স্তরে প্রথম ভাষারূপে বাংলা ভাষা-শিক্ষা

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বিদ্যালয়-স্তরে, বিশেষত প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে প্রথম ভাষা শিক্ষার অর্থ প্রধানত ভাষাশিক্ষা। তাই অনেকেই মনে করেন সাহিত্যের যে ব্যাপকতা, তা এই স্তরে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা প্রয়োজন ভাষার বিভিন্ন দিক আয়ত্ত করা। কিন্তু জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫-এর দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখব (Position Paper No. 1.3 Teaching of Indian Languages)-এর ভূমিকাতেই বলা হয়েছে—

'We need to examine it in a multi-dimensional space, giving due importance to its structural, literary, sociological, cultural, psychological and aesthetic aspects . Formally, language is seen as the pairing of a lexicon and a set of syntactic rules, where it is systematically governed at the level of sounds, words, and sentences. This is, of course, true but it gives us only one side of the picture, even though it is universal.'

অর্থাৎ NCF 2005 জোর দিতে চাইছে ভাষার বিভিন্ন দিকের প্রতি, শুধু ভাষার গঠনের উপর নয়। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ভাষার (Language as a medium of communication) যে রূপ, তা শিশুরা রপ্ত করে নেয় তিন থেকে চার বছর বয়সের মধ্যেই। এই প্রক্রিয়াটি যখন চলে তখন ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। যোগাযোগ অর্থাৎ কমিউনিকেশনের অংশটি ছাড়াও ভাষার আরও যে-সব গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা বলছে NCF 2005, অর্থাৎ সাহিত্যিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক এবং নান্দনিক দিক, এই সব ক্ষেত্রেও শিশুর ভাষা সক্ষমতার সামগ্রিক বিকাশ ঘটছে কি না, সেটি দেখার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভাষাশিক্ষার সার্থকতা।

তাই বিদ্যালয়স্তরে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে NCF 2005-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ক্রমশ সরে এসেছি প্রচলিত ধারণা থেকে। পাঠ্যপুস্তককে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে ভাষার এই বিভিন্ন দিক সেখানে ধরা পড়ে। পাশাপাশি এ কথাও বলা প্রয়োজন যে পাঠ্যপুস্তক কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, বিশেষত প্রথম ভাষার পাঠ্যপুস্তক তো নয়ই।

সেখানে কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতাকে উসকে দেওয়া হয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের হাত ধরে, আর ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ আঙ্গিক ও সংরূপের পাঠ্যপুস্তক আসলে একটা নমুনা হাজির করে মাত্র। পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে এক অনন্ত পরিধির দিকে যাতায়াত এবং সেই যাওয়া-আসার মাধ্যমে কী অর্জন করছে শিশুরা, সেটির মূল্যায়নই আমাদের এই পর্যায়ের লক্ষ্য।

এই যে অর্জনের কথা বলা হচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে যে কেন্দ্র-পরিধির মধ্যের এই চলন তা হবে শিশুর নিজস্ব ছন্দে। শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়েই চলবে জ্ঞান-গঠনের প্রক্রিয়া। তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা, পুরনো ধারণার সঙ্গে নতুন ধারণার মিশ্রণে ও সংঘর্ষে শিক্ষার্থীর জ্ঞান-গঠনে শিক্ষক বা

শিক্ষিকার ভূমিকা হবে 'সাহায্যকারীর'। এর জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে শ্রেণিকক্ষের বিন্যাসের বদল। Constructive Approach বা নির্মিতিবাদ অনুযায়ী, ব্যাখ্যা-নির্মাণ কাঠামো বা ICON Model হতে পারে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অনুসরণীয় একটি প্রক্রিয়া। এবার দেখে নেওয়া যাক, পাঠ্যপুস্তকগুলি কীভাবে পালন করছে তাদের দায়িত্ব। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের শেষে আছে 'শিখন পরামর্শ'। সেখানে এই বইগুলির ভিতরের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রতিটি বই কোনো না কোনো ভাবমূলকে (Theme) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নীচে তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই ভাবমূলের ধারাবাহিক বিন্যাসটি দেখানো হল :

শ্রেণি	ভাবমূল (Theme)	উপভাবমূল (Sub-theme)
তৃতীয় শ্রেণি	প্রচলিত গল্পকথার জগৎ	মূল্যবোধ কাজের আনন্দ, ছবি আঁকা, প্রকৃতিতে রং, নদীর কথা, গাছ, ঐক্য, দেশের কথা।
চতুর্থ শ্রেণি	খেলার জগৎ ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা	প্রকৃতির শিক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়, বন্ধুত্ব, দলগত খেলা, মিলেমিশে থাকা, দেশে-বিদেশে অভিযান, কল্পনার আনন্দ।
পঞ্চম শ্রেণি	রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা	রূপকথা, পরিযায়ী পাখি, আদিবাসী মানুষের সংগ্রাম, লিঙ্গসাম্য, শৈশবের কথা, প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, অরণ্যচারী মানুষের জীবন, স্বদেশ, শিশুর বঞ্চনা ও মানবিক অনুভূতি।
ষষ্ঠ শ্রেণি	আমাদের চারপাশের জগৎ	প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা, মহাবিশ্ব ও মহাকাশ সম্বন্ধে ভালোবাসা ও কৌতূহল, মেলা, উৎসব, কীট-পতঙ্গ, পশুপাখির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, বৈচিত্র্যময় ঘটনা, পৃথিবী, মানুষ ও বিদ্যালয় জীবনের বৈচিত্র্য, দলগত খেলার মজা।
সপ্তম শ্রেণি	সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান	ছন্দ ও সুর, মাতৃভাষা, চিত্রকলা, সংগীত, দেশের কথা, ক্রীড়া সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব, নাটক, সিনেমা, বই।
অষ্টম শ্রেণি	বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি	আতিথেয়তা, বন্ধুত্ব, অসম বন্ধুত্ব, সমানুভূতি, মানুষ ও প্রকৃতির বন্ধুত্ব, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী, জীবনের নানা দিক।

নবম ও দশম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' একটি নির্দিষ্ট ভাবমূলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। *পাতাবাহার* ও *সাহিত্যমেলা*, অর্থাৎ তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ বিভিন্ন ভাবমূলের নানা দিককে, প্রথিতযশা কবি ও লেখকদের লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে।

²ìí› ¦þ¡ÿ !ŸÇþÿî vþö j ŸÄ ç þ™å•!"þ õ

!ŸŸ öë þ™!îöîöŸ îövþ £öë çöàþ ö¢...ÿö˜£ "þÿî ¦þ¡ÿ !ŸÇþÿî ¢eþ™ÿ"þÐ ö¢£ !˜!"Tþ xMþöœ ¢#›ÿîå• „þíÄ ¦þ¡ÿ xÿëö_î ‹˜Ä "þÿî !î"Äÿœëö!ŸÇþÿî ²ìöëÿ‹˜ £ë ˜ÿÐ ¦þ¡ÿö†ÿÛþ#î î£_î ç ¢ÿ›!@ì„þ „þÿ‹„þ› ¢Á™ÿ"ö˜î ‹˜Ä ¦þ¡ÿö†ÿÛþ#ö"þ öë ~„þ!Ýþ xMþœö!˜îöþ™Çþ ¢î‹˜›ÿ˜Ä öœ...Ä ¦þ¡ÿîöþ™î ²‰þœ˜ îöëöŠ- "þÿî ¢öA† þ™!î!‰þ!"þî „þÿîö'£ !îöŸ¡¦þÿöî öœ...ÿ ç þ™vþÿî îÄîÞíÿ „þîÿ "î„þÿîÐ xMþœö!˜îöþ™Çþ ç !œ...˜ö¢ÿöþ™Çþ ¦þ¡ÿîöþ™î ¢öA† !ŸŸö!ŸÇþÿí#î þ™!î‰þë ‡Ýþÿö˜ÿî œöÇþÄ£ !î"Äÿœë þ™ÿàþ„þö› ¦þ¡ÿ!ŸÇþÿî xî"þÿî'ÿÐ ~î ›ÿ•Äö›£ "þÿîÿ ¦þ¡ÿö†ÿÛþ#î ¢î‹˜#˜ ¦þÿî !î!˜›öëî ›œößþÿö"þî ¢öA† ë=þ £ëÐ

¦þ¡ÿ!ŸÇþÿî öÇþöe !ŸŸö!ŸÇþÿí# ¢ÿ•ÿî'"þ öë „þ› x˜¢ÿöî !î!¦þ§ ¦þ¡ÿ öŸö... ö¢£ x˜¢ÿöî !‰þ!£«"þ £ë "þÿî ²ìí›/!m"þ#ë/"þ"þ#ë ¦þ¡ÿÐ öëö£"þ !ŸÇþÿí# "þÿî þ™!îöîŸ öíö„þ öŸ...ÿ „þíÄ ¦þ¡ÿî ›ÿ˜Ä öœ...Äîþ™!Ýþ ²ìíö› öŸö...- ö¢ö£"þ "þÿî ›ÿ"þ¦þ¡ÿî ›ÿ˜Ä öœ...Ä îþ™!Ýþ !î"Äÿœë þ™ÿàþÄ¢!‰þö"þ "þÿî ²ìí› ¦þ¡ÿÐ

îÿ‚œÿ þ™ÿàþÄþ™ßþö„þ îÄî£"þ ~î‚ ö×!'„þöÇþ þ™ÿàþö!î!˜›öëî ¦þ¡ÿ £œ ›ÿ˜Ä ‰þ!œ"þ ¦þ¡ÿÐ x!•„þÿ‚Ÿ !ŸÇþÿí#î ‡öîî/þ™!îöîŸî ¦þ¡ÿ "þÿö"î xÿMþ!œ„þ ÷î!‰þöeÄî „þÿîö' ~£ ›ÿ˜Ä ‰þ!œ"þ ¦þ¡ÿ ˜ëÐ "þÿ£ þ™ÿàþÄþ™ßþ„þ ~î‚ þ™ÿàþö!î!˜›öëî ¦þ¡ÿîþ™!Ýþ "þÿö"î x"þÄsþ ëöbî ¢öA† xÿë_ „þîö"þ £ëÐ "þÿîÿ ëÿö"þ ›ÿ˜Ä ‰þ!œ"þ ¦þ¡ÿî Ÿå• vþF‰þÿî'¢£ îÿ„þî#!"þ ç !œ...˜î#!"þö"þ x¦þÄßþ £ö"þ þ™ÿöî- !Ÿ!Çþ„þÿ/!ŸÇþö„þîÿ ö¢ !î¡öë œÇþ îÿ...öî˜Ðö‹ÿî !"ö"þ£öî !ŸÇþÿí#î ›ÿ˜Ä¦þ¡ÿî vþF‰þÿî'-Ÿ· îîö•ÿ"þîþ™- îÿ„þÄ†àþ˜-Ÿ· ¦þ[þÿî ²ì¦þ!"þî x˜†ÿ›# £îÿî ¢ÿ›öíÄî vþþ™îÐ þ™ÿàþ„þö› "þÿö"î îë¢ ç ›˜!¢„þ ¢ÿ›öíÄî ¢öA† ¢A†!"þ öîö... „þ›ÿ§ë# ç ¦þÿî›œöö„þ!w„þ þ™ÿàþ îÿ...ÿ £öëöŠÐ ö¢¦þÿöî£ þ™ÿàþö!î!˜›ë ‰þœöîÐ îÄÿ„þî' x‚öŸ xÿöîÿ£# „þö›î !¦þ!_ö"þ ›ÿ˜Ä ¦þ¡ÿî !î!¦þ§ ²ì„þî' ¢Á™ö„þ ²ìÿí!›„þ •ÿî'ÿ !"ö"þ £öîÐ ~¦þÿöî£ "þÿîÿ ›ÿ˜Ä ¦þ¡ÿë „þ!›„þ ¢ÿ›íÄ x‹˜ „þîöîÐ !‰þsþÿî ~î‚ ¦þÿî²ì„þÿöŸî ›ÿ•Ä› !£ö¢öî ›ÿ"þ¦þ¡ÿ !ŸÇþÿî vþö j ŸÄö„þ ¢eÿ„þÿöî îœÿ öëö"þ þ™ÿöî ööö

S1V Ÿ · ¦ƀy [ƀyî îyvƀyö˜y S2V ¦ƀyî@ƀ£’ ç ¦ƀyî²Ì„ƀyöŸî vƀ§!“ƀ ¢y•˜ S3V ö›ï!....„ƀ ç !œ!....“ƀ î=ƀîÅ Ÿö˜ ç ƀ™övƀ öîƴGƀy ç ”Çƀ“ƀy x‹˜ S4V !îKƀy˜¢Á¿“ƀ ç Î!‰ƀ¢Á™§ ›y˜!¢„ƀ“ƀy †àƀ˜ S5V ˜ƴ˜ƴ˜ £!“ƀîƴ‰ƀ„ƀ ¢y›y!‹„ƀ- ‹y“ƀ#ë ç xƴsƀ‹y!“ƀ„ƀ ›œÄöîyö•î •yî’y ¢MƀëÐ

›y“ƀ¦ƀy¡y !ŸÇƀyî öÇƀöe ¦ƀy¡y ç ¢y!£“ƀÄ ‹ô‹ ~£ ”!Ýƀ öÇƀöe£ †îc !”ö“ƀ £öîÐ îœy ç !œ!...“ƀ ¦ƀy¡yö„ƀ öîƴGƀyî Çƀ›“ƀy ~î, î=ƀöîÄî ›y•Äö› !„ƀ,îy !œ!...“ƀ¦ƀyöî ö„ƀyö˜y î=ƀîÄö„ƀ ²Ì„ƀyŸ „ƀîyî Çƀ›“ƀy ›y“ƀ¦ƀy¡y ƀ™àƀ˜‹ôƀ™yàƀö˜î ›•Ä !”öë x!‹“ƀ £ëÐ xyî ö¢ „ƀyîö’£ ¦ƀy¡y ²Ì„ƀyŸ ç ÎÄî£yöî ”Çƀ „ƀöî ö“ƀyœy ›y“ƀ¦ƀy¡y ‰ƀ‰ƀyî ²Ì•y˜ vƀö j ŸÄÐ

î’‹ô‹¢›ö£î ¢›Ä„ƀ ƀ™!î!‰ƀ!“ƀ SßƀîÎ’- ÎÄO˜î’- ë=ƀîÅOö˜î ëíyëí †àƀ˜ ç vƀF‰ƀyî’ xî!£“ƀ £çëyV- xyd²Ì„ƀyöŸî ›y•Ä› †övƀ ö“ƀyœy- ›y˜!¢„ƀ Ÿ!=ƀî !î„ƀyŸ ç ƀ™!îƀ™!Tƀ ¢y•˜- ¢„ƀ›yî î!_î !î„ƀyŸ- „ƀÒ˜y Ÿ!=ƀî !î„ƀyŸ- ›y˜!¢„ƀ- ÷˜!“ƀ„ƀ- öîï!å•„ƀ- xyöî†›œ„ƀ ¢_yî !î„ƀyŸ- ßƀy•#˜!‰ƀsƀy ç ¢!TƀŸ#œ •yî’yî !î„ƀyŸ- ƀ™àƀö˜î x¦ƀÄy¢ ¢!Tƀ ~î, ¢y›y!‹„ƀ ç ›y˜!¢„ƀ ¢Á™ö„ƀî !î„ƀyŸ ¢y•ö˜î öÇƀöe ²Ì‹› ¦ƀy¡yî ‰ƀ‰ƀy x“ƀÄyîŸÄ„ƀÐ

›y•Ä!›„ƀ ıßƀöî !ŸÇƀyî x˜Ä“ƀ› ²Ì•y˜ vƀö j ŸÄ !ŸÇƀyí#ö”î ›ö•Ä ›œÄöîy• †övƀ ö“ƀyœyÐ ƀ™yàƀ„ƀö›î ²Ì!“ƀ!Ýƀ î‰ƀ˜yö“ƀ£ ›œÄöîy• ëöíyƀ™ë=ƀ¦ƀyöî ²Ì!“ƀŠƀ!œ“ƀÐ ¢y›y!‹„ƀ ˜Äyë!î‰ƀyî- ßƀy•#˜“ƀy- ¢y›Ä- ö¢ï¼y“ƀc- †’“ƀsƀ- •›!˜îöƀ™Çƀ“ƀy- ˜y†!î„ƀö”î ö›ï!œ„ƀ x!•„ƀyî ç „ƀ“ƀîÄôôô²Ì¦ƀ!“ƀî ²Ì!“ƀŠƀœ˜ öë›˜ ƀ™yàƀ„ƀö› îöëöŠ-ƀ™yŸyƀ™y!Ÿ Þíy˜ öƀ™öëöŠ¢£›!›“ƀy- öëïí ¢y›y!‹„ƀ ‹#î˜ëyƀ™ö˜î ›ö“ƀy ‹î!î ²Ì¢A†Ð ~ ¢öîî ›•Ä!”öë !ŸÇƀyí#ö”î ›˜ öíö„ƀ „ƀ¢‚ßƀyî- xr•!îÙy¢- !œA†÷î¡›Ä- ‹y!“ƀö¦ƀ”- •›yr•“ƀy öë›˜ ”î £öî- ö“ƀ›˜£ “ƀyîy ë!=ƀîy”#- x˜¢!r•ê¢- ×ö›î ²Ì!“ƀ ›ëy”yŸ#œ- ƀ™!îöîŸ ¢ö‰ƀ“ƀ˜ £öë vƀàƀöîÐ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলার কাম্য শিখন সামর্থ্য

বিষয়গত সামর্থ্য :

তথ্যমূলক — মূল পাঠে প্রবেশের আগে পাঠের নাম, রচয়িতার নাম, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁর বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে জানতে পারা।

বোধমূলক — বিভিন্ন সাহিত্য সংরূপ এবং প্রকরণ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারা।

- রচনার শব্দ ও বাক্যের অর্থ এবং প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে পারা।
- পাঠে ব্যক্ত ভাবনার সারাংশ নির্দেশ করতে পারা।
- পাঠ্য রচনাগুলিতে সময়ের বহুমাত্রিক ব্যবহার বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং সে সম্পর্কে লিখিতভাবে আপন অভিমত প্রকাশ করতে পারা।
- চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপন মতামত ব্যক্ত করতে পারা।
- ক্রম অনুযায়ী পাঠে উল্লিখিত ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারা।
- পাঠ শেষ করার পর পাঠের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গ সম্পর্কে তথ্য নির্দেশ করতে পারা।
- বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের গতিপ্রকৃতির তুলনা করতে পারা।
- পাঠ্য রচনাগুলিতে প্রস্ফুটিত ভাববৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে প্রকাশ করতে পারা।
- পাঠ্যপুস্তকে গৃহীত ভাবমূলগুলি সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারা।

তথ্য ও বোধমূলক সামর্থ্যের প্রয়োগ —

- স্পষ্ট উচ্চারণে ছেদ ও ছন্দ অনুসারে পড়তে পারা।
- নতুন শেখা শব্দ স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ করতে পারা।
- উত্থাপিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হয়ে লিখতে পারা।
- পাঠ্য রচনাগুলিতে প্রাপ্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপন মতামত প্রকাশ করতে পারা।
- ভাবনার কোনো অভিনবত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের ভাষায় তা বলতে/লিখতে পারা।
- রচনার ভাব বিশ্লেষণ করতে পারা।
- কোনো লেখকের রচনারীতি বিশ্লেষণ করে তার ভাবনাকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে পারা।
- কোনো বক্তব্যের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারা।
- পাঠ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য সহকারে বলতে/লিখতে পারা।
- পাঠবহির্ভূত কোনো বিশেষ বক্তব্যকে বিশদে ব্যাখ্যা করতে পারা।
- কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গিকে নিজের বক্তব্য লিখে জানাতে পারা।
- সীমাবদ্ধ পরিসরে সারাংশ/ভাবার্থের আকারে বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারা।
- প্রদত্ত বিষয়ে নির্ধারিত শব্দসীমার মধ্যে প্রবন্ধ রচনা করতে পারা।

- প্রদত্ত সূত্র অবলম্বন করে গল্প নির্মাণ করতে পারা।
- মতামত বিনিময় করতে পারা।

ভাষাগত সামর্থ্য

- আরোহ-পদ্ধতিতে উদাহরণ থেকে সংজ্ঞার্থে অর্থাৎ প্রয়োগ-তত্ত্বে পৌঁছতে পারা।
- প্রয়োগ দৃষ্টান্তগুলিতে তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা।
- পাঠ্য এবং পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারা। যেমন— পাঠক্রম নির্দেশিত ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন নিয়ম জানতে এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় পঠিত নিয়মগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাসহ চিহ্নিত করতে পারা।
- ব্যাকরণের বিভিন্ন তত্ত্ব ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং তাদের নতুন প্রয়োগ দেখাতে পারা।
- শব্দের বানানে মান্য আদর্শ অনুসরণ করতে পারা।
- নির্ভুল বাক্য গঠন এবং বিভিন্ন কাঠামোর বাক্য রচনা করতে পারা।
- বাক্যের অন্বয়গত শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারা।
- শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের পরিমিতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারা।
- প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থ শব্দ, উপযুক্ত ছেদ-যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারা।
- যথার্থভাবে অনুচ্ছেদ ব্যবহার করতে পারা।
- বাংলা ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ জানতে পারা।
- সন্ধির সূত্রগুলি জানতে পারা এবং সেগুলি প্রয়োগ করতে পারা।
- শব্দ গঠনে উপসর্গ, অনুসর্গ, ধাতু এবং প্রত্যয়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারা।
- বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং প্রয়োগ থেকে তার প্রকারবৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করতে পারা।
- শব্দ ও পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়াপদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারা।

প্রজ্ঞামূলক ক্ষেত্রের প্রত্যাশিত শিখন ফলাফল (Expected learning outcome) এবং তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াশীল শব্দ

প্রজ্ঞামূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)	ক্রিয়াশীল শব্দাবলি (Action verbs)
i) Remembering (পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করা)	(i) বক্তব্য লেখো (State) (ii) তালিকা প্রস্তুত করো (List) (iii) নাম বলো (Name) (iv) স্মরণ করো (Recall) (v) স্বীকৃতি দাও (Recognise) (vi) চিহ্নিত করো (Label) (vii) নির্বাচন করো (Select) (vii) পুনরুদ্রেক করো (Reproduce) (ix) পরিমাপ করো (Measure) (x) শনাক্ত করো (Recognise) (xi) সংজ্ঞার্থ দাও (define) ইত্যাদি।
ii) Understanding (উপলব্ধি করা)	(i) নির্বাচন করো (Select) (ii) উদাহরণ দাও (Give example) (iii) উপস্থাপন করো (Represent) (iv) কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করো (Explain cause and effect) (v) ব্যাখ্যা করো (Explain) (vi) মিল ও অমিল খোঁজো (Compare) (vii) তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করো (Contrast) (viii) প্রভেদ করো (Discriminate) (ix) শ্রেণিকরণ করো (classify) (x) অনুবাদ করো (Translate) (xii) সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করো (Summarise) (xii) যুক্তি দাও (Justify) (xiii) উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো (Illustrate) (xiv) অনুমান করে সিদ্ধান্তে উপনীত হও (Infer) (xv) হাতে-কলমে প্রদর্শন করো (Demonstrate)
iii) Applying (প্রয়োগ করা)	(i) কারণ দেখাও (Give reason) (ii) সূত্রাকারে প্রকাশ করো (Formulate) (iii) প্রকল্প গঠন করো (Formulate Hypothesis) (iv) সূত্র প্রতিষ্ঠা করো (Establish law) (v) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো (Establish relationship) (vi) কী হতে পারে সে বিষয়ে আগাম ধারণা দাও (Predict) (vii) নির্বাচন করো (Select) (viii) যাচাই করো (Assess) (ix) পছন্দ করো (Choose) (x) প্রদর্শন করো (Demonstrate) (xi) গঠন করো (construct) (xii) সম্পাদন করো (Perform) ইত্যাদি
iv) Analysing (বিশ্লেষণ করা)	(i) বিশ্লেষণ করো (Analyse) (ii) উপসংহার পৌঁছাও (Conclude) (iii) পার্থক্য করা (Differentiate) (iv) নির্বাচন করো (Select) (v) আলাদা করো (Separate) (vi) সমাধান করো (Resolve) (vii) বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করো (Break down) (viii) সমালোচনা করো (Criticise) (ix) নানাবিধ সম্পর্ক দেখাও (Show relationships) (x) সহজ করো (Simplify) (xi) কোনো সম্পূর্ণ জিনিসকে দুটি পর্বে ভাগ করো (Divide) (xii) বিশ্লেষণপূর্বক পরীক্ষা করো (Dissect) (xiii) কাজ (Function) (xiv) সিদ্ধান্ত জানাও (Infer) (xv) উদ্দেশ্য ব্যক্ত করো (Motive) (xvi) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করো (Survey)

প্রজ্ঞামূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)	ক্রিয়াশীল শব্দাবলী (Action verbs)
v) Evaluating (মূল্যায়ন করা)	(i) বিচার করে মীমাংসা করো (Judge) (ii) মূল্যায়ন করো (Evaluate) (iii) মীমাংসা করো (Determine) (iv) সমর্থন করো (Support) (v) নিজ বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করো (Defend) (vi) সমালোচনা করো (Criticise) (vii) এড়িয়ে যাও (Avoid) (viii) নির্ধারণ করো (Assess) (ix) সম্মত হও (Agree) (x) গুরুত্ব নির্ধারণ করো (Appraise) (xi) বিচার করে রায় দাও (Award) (xii) নিশ্চিতভাবে স্থির করো (Decide) (xii) যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করো (Disprove) (xiii) মূল্য বিচার করো (Estimate) (xiv) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো (Importance) (xv) প্রভাব আলোচনা করো (Influence) (xvi) ন্যায্যতা প্রতিপাদন করো (Justify) (xvii) পরিমাপ করো (Measure) (xix) মত প্রকাশ করো (Opine) (xx) সুপারিশ করো (Recommend)
vi) Creating (সৃষ্টি /উদ্ভাবন করা)	(i) বিভিন্ন জিনিসকে যুক্ত করো (Combine) (ii) অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দাও (Delete) (iii) সংক্ষেপে লেখো (Precise) (iv) সামান্যীকরণ করো (Generalise) (v) তত্ত্ব দাও (Theorise) (vi) পরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করা (Test) (vii) বিস্তার ঘটাও (Elaborate) (viii) কোনো কিছু ধাপে ধাপে নির্মাণ করো (Build) (ix) পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করো (Change) (x) নির্বাচন করো (Choose) (xi) নকশা তৈরি করো (Design) (xii) আবিষ্কার করো (Invent) (xiii) সমস্ত কিছু একত্র করে বিন্যস্ত করো (Compose) (xiv) বিভিন্ন রচনা বা লেখা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সংকলন করো (Compile) (xv) কল্পনায় গঠন করো (Construct) (xiv) কাজের উৎকর্ষসাধন করো (Improve) (xvii) সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যাও (Maximize) (xviii) সর্বনিম্ন সীমায় নিয়ে এসো (Minimize) (xix) ঈষৎ পরিবর্তন করো (Modify) (xx) মৌলিক উদ্ভাবন করো (Original) (xxi) আগামীতে কী হতে পারে সে বিষয়ে অনুমান করো (Predict) (xxii) সমাধান সূত্র খোঁজো (Solution) (xxiii) সমাধান করো (Solve) (xxiv) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করো (Theory) (xxv) কোনো কিছুর স্বরূপ নির্ণয় করো (Test)

Bloom's Action Verbs

Remembering	Understanding	Applying	Analyzing	Evaluating	Creating
Copy	Ask	Act	Advertise	Appraise	Adapt
Define	Associate	Administer	Analyze	Argue	Anticipate
Describing	Cite	Apply	Appraise	Assess	Arrange
Discover	Classify	Articulate	Break Down	Choose	Assemble
Duplicate	Compare	Calculate	Calculate	Compare	Choose
Enumerate	Contrast	Chang	Classify	Conclude	Collaborate
Examine	Convert	Chart	Compare	Consider	Collect
Identify	Demonstrate	Choose	Conclude	Convince	Combine
Label	Describe	Collect	Connect	Criticize	Compile
Listen	Differentiate	Complete	Contrast	Critique	Compose
List	Distinguish	Compute	Correlate	Debate	Construct
Locate	Estimate	Construct	Criticize	Decide	Create
Matching	Explain	Demonstrate	Deduce	Defend	Design
Memorize	Express	Determine	Devise	Discriminate	Develop
Name	Extend	Develop	Diagram	Distinguish	Devise
Observe	Generalize	Discover	Differentiate	Editorialize	Express
Omit	Give Examples	Dramatize	Discriminate	Estimate	Facilitate
Quote	Group	Employ	Dissect	Evaluate	Formulate
Read	Identify	Establish	Distinguish	Find Errors	Generalize
Recall	Illustrate	Experiment	Divide	Grade	Hypothesize
Recite	Indicate	Explain	Estimate	Judge	Imagine
Recognize	Infer	Illustrate	Evaluate	Justify	Infer
Record	Interpret	Interpret	Experiment	Measure	Integrate
Repeat	Judge	Interview	Explain	Order	Intervene
Reproduce	Observe	Judge	Focus	Persuade	Invent
Retell	Order	List	Illustrate	Predict	Justify
Select	Paraphrase	Manipulate	Infer	Rank	Make
State	Predict	Modify	Order	Rate	Manage
Tabulate	Relate	Operate	Organize	Recommend	Modify
Tell	Report	Paint	Outline	Reframe	Negotiate
Visualize	Representing	Practice	Plan	Score	Organize
	Research	Predict	Point-Out	Select	Originate
	Restate	Prepare	Prioritize	Summarize	Plan
	Review	Produce	Question	Support	Prepare
	Rewrite	Record	Select	Test	Produce
	Select	Relate	Separate	Weigh	Propose
	Show	Report	Subdivide		Rearrange
	Summarize	Schedule	Survey		Reorganize
	Trace	Show	Test		Report
	Transform	Simulate			Revise
	Translate	Sketch			Rewrite
		Solve			Role-Play
		Teach			Schematize
		Transfer			Simulate
		Use			Solve
		Write			Speculate
					Structure
					Support
					Validate
					Write

বাংলা পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি : নবম শ্রেণি

নবম শ্রেণির সাহিত্য সঞ্চয়ন একটি নির্দিষ্ট ভাবমূলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। *পাতাবাহার* ও *সাহিত্যমেলা*, অর্থাৎ তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকটি পাঠ বিভিন্ন ভাবমূলের নানা দিককে, প্রথিতযশা কবি ও লেখকদের লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে। ভাবমূলের বিন্যাস, শিক্ষাবর্ষের একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা ও নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রশ্নের কাঠামো এবং নম্বরের বিভাজন নিম্নে দেওয়া হলো :

সাহিত্য সঞ্চয়নের ভাবমূলের বিন্যাস :

পাঠের নাম	ভাবমূল
প্রথম পাঠ	প্রচলিত গল্পকথা ও আখ্যানের জগৎ
দ্বিতীয় পাঠ	আমার জগৎ
তৃতীয় পাঠ	দেশ-বিদেশের জগৎ
চতুর্থ পাঠ	রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা
পঞ্চম পাঠ	স্বদেশ ও স্বাধীনতা
ষষ্ঠ পাঠ	বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার পাঠক্রম ও সম্ভাব্য সময়সূচি :

মাসের নাম		পাঠের নাম	
জানুয়ারি	প্রথম পর্যায়	কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	সহায়ক পাঠ বইয়ের 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি', 'কর্ভাস' এবং 'স্বর্ণপর্ণী' গল্প তিনটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ক্রম অনুসারে একটি করে গল্প পড়াতে হবে।
ফেব্রুয়ারি		ধীবর-বৃত্তান্ত, ইলিয়াস এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
মার্চ		দাম, নোঙর এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
এপ্রিল	দ্বিতীয় পর্যায়	নব নব সৃষ্টি, আকাশে সাতটি তারা এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
মে		চিঠি এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
জুন ও জুলাই		আবহমান, রাধারাণী এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
আগস্ট	তৃতীয় পর্যায়	ভাঙার গান, হিমালয় দর্শন এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
সেপ্টেম্বর		আমরা, নিরুদ্দেশ এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
অক্টোবর ও নভেম্বর		চন্দ্রনাথ, খেয়া এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	

শিক্ষাবর্ষে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত পাঠ্যসূচি :

পর্যায়	পাঠের নাম	
প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০) মূল্যায়নের সময়কাল : এপ্রিল	কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি। ধ্বনি ও ধ্বনি পরিবর্তন।	সহায়ক পাঠ বইয়ের 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি', 'কর্ভাস' এবং 'স্বর্ণপর্ণী' গল্প তিনটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ক্রম অনুসারে একটি করে গল্প পড়াতে হবে।
	ধীবর-বৃত্তান্ত, ইলিয়াস। শব্দ গঠন : উপসর্গ, অনুসর্গ।	
	দাম, নোঙর। ধাতু ও প্রত্যয়। ভাবসম্প্রসারণ।	
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০) মূল্যায়নের সময়কাল : আগস্ট	নব নব সৃষ্টি, আকাশে সাতটি তারা এবং বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার।	
	চিঠি এবং ভাবার্থ ও সারাংশ। শব্দ ও পদ।	
	আবহমান, রাধারাণী। বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম বিস্তারিত আলোচনা।	
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৯০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০) মূল্যায়নের সময়কাল : ডিসেম্বর	হিমালয় দর্শন, খেয়া, নিরুদ্দেশ, ভাঙার গান, চন্দ্রনাথ, আমরা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের সমস্ত রচনা। অব্যয়, ক্রিয়া, গল্পলিখন এবং প্রবন্ধ রচনা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের ব্যাকরণ ও নির্মিতির সমস্ত অধ্যায়।	
	প্রফেসর শঙ্কুর ডায়রির চিহ্নিত তিনটি গল্প	

ব্যাকরণ ও নির্মিতির পাঠক্রম ও পাঠসূচি
(বাংলা প্রথম ভাষা)

ব্যাকরণ অংশ

প্রথম অধ্যায় :

ধ্বনি ও ধ্বনি পরিবর্তন

* ধ্বনি : বাংলা ধ্বনির শ্রেণিবিভাগসহ বিস্তারিত আলোচনা।
* ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তনের বিভিন্ন রীতি।
* সন্ধি

দ্বিতীয় অধ্যায় :

* শব্দ গঠন : উপসর্গ, অনুসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয়
* বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার

তৃতীয় অধ্যায় :

* শব্দ ও পদ, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা

নির্মিতি অংশ

* প্রবন্ধ রচনা

  বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে থাকবে—

  পরিবেশ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানান দিক

  সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বিনোদন ও খেলাধুলো ভ্রমণ

* ভাবসম্প্রসারণ/ভাবার্থ/ সারাংশ / গল্পলিখন

বাংলা (প্রথম ভাষা)

দশম শ্রেণি

শিক্ষাবর্ষে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত পাঠ্যসূচি :

পর্যায়	পাঠের নাম		
প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০) মূল্যায়নের সময়কাল : এপ্রিল	আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, জ্ঞানচক্ষু, আফ্রিকা, হারিয়ে যাওয়া কালিকলম, অসুখী একজন	কারক ও অকারক সম্পর্ক এবং অনুবাদ	কোনি- ১-৩৯ পাতা
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০) মূল্যায়নের সময়কাল : আগস্ট	বহুরূপী, অভিষেক, সিরাজদ্দৌলা, প্রলয়োল্লাস, পথের দাবী	সমাস এবং প্রতিবেদন	কোনি- ৩২-৫০ পাতা
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৯০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০) মূল্যায়নের সময়কাল : ডিসেম্বর	সিন্ধুতীরে, অদল বদল, অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, নদীর বিদ্রোহ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের সমস্ত রচনা।	বাক্য, বাচ্য, সংলাপ রচনা, প্রবন্ধ রচনা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের ব্যাকরণ ও নির্মিতির সমস্ত অধ্যায়	কোনি- সম্পূর্ণ বই

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (Very short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
কবিতা	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
প্রবন্ধ	০৩	০৩	×	০৫	১১
নাটক	×	×	×	০৪	০৪
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ	×	×	×	৫+৫=১০	১০
ব্যাকরণ	০৮	০৮	×	×	১৬
নির্মিতি	×	×	×	* প্রবন্ধ রচনা - ১০ * অনুবাদ - ০৪ সংলাপ রচনা অথবা প্রতিবেদন রচনা - ০৫	১৯

বাংলা প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে উত্তর প্রদানের জন্য নির্ধারিত শব্দসংখ্যা:

১০ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কমবেশি ৪০০ শব্দ
০৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কমবেশি ১৫০ শব্দ
০৪ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কমবেশি ১২৫ শব্দ
০৩ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কমবেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কমবেশি ২০ শব্দ

* নির্মিতি অংশে প্রবন্ধ ও অনুবাদের উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনের আনুপাতিক মান প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে যে যে বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্গত থাকবে না তার মান প্রশ্নের অন্য বিষয়গুলিতে গুরুত্ব অনুসারে বণ্টিত হবে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ নম্বর - ১০

MCQ-এর ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। VSA এর ক্ষেত্রে গল্পের ৫টির মধ্যে ৪টি, কবিতার ৫টির মধ্যে ৪টি, প্রবন্ধের ৪টির মধ্যে ৩টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। SA এবং Essay type প্রশ্নের ক্ষেত্রে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক থেকে একটি করে বিকল্প থাকবে। পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ থেকে ৩টি Essay type প্রশ্নের মধ্যে দুটির উত্তর করতে হবে। ব্যাকরণ অংশের VSA এর ক্ষেত্রে ১০টির মধ্যে ৮টির উত্তর করতে হবে। ৪টি প্রবন্ধের মধ্যে থেকে ১টির উত্তর করতে হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। সংলাপ অথবা প্রতিবেদন— যে কোনো ১টির উত্তর করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্দেশক।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন

প্রয়োগবিধির নির্দেশিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পর্ষদ অনুমোদিত সমস্ত বিদ্যালয়ে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে অনুসরণের জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি-অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতির রূপরেখা বিষয়ক একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটির বিস্তারিত সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণির প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-কর্তৃক বর্তমান নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হল :

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ছয় ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হবে—১. সমীক্ষা (Survey), ২. প্রকৃতি পাঠ (Nature Study),৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study), ৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing), ৫. মডেল নির্মাণ (Model Making), ৬. শিখন সামগ্রীর সহায়তা নিয়ে মূল্যায়নে অংশগ্রহণ (Open Textbook Evaluation)।

পাঠ্য ৭টি বিষয়েই অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি শিক্ষাবর্ষে যে-কোনো তিনটি নির্বাচন করতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ের জন্য একটি করে পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এইভাবে শিক্ষাবর্ষে মোট তিনটি পদ্ধতির চর্চা চলবে। প্রতিটি বিষয়ের এক বা একাধিক শিক্ষিকা/শিক্ষক তাঁদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা অনুসারে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ছয়টির মধ্য থেকে যে-কোনো তিনটি নির্বাচন করতে পারবেন। কোনো একটি শ্রেণিতে একটি পদ্ধতিকে একবারই ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ একটি শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ে আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হবে।

১. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের কাজটি সার্থক শিখনের উদ্দেশ্যে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের আগের পর্বে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিসরে চাপমুক্ত ও শিক্ষার্থীর বিবেচনাশক্তির প্রসার ও জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল হবে।

৩. মূল্যায়নের পদ্ধতি শ্রেণিশিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে এবং শিক্ষার্থীর বিবেচনাশক্তির প্রসার ও জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল হবে।

৪. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলাকালীন সৃষ্টিশীল শিক্ষণ এবং নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্‌ভাবন প্রত্যাশিত, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীদের বিচিত্র ও বিভিন্ন চাহিদা ও দক্ষতার প্রতি নজর রাখা জরুরি। সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকে যেন উপকৃত হয় সেদিকে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৫. প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থী-বান্ধব পদ্ধতিতে এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমীক্ষা, প্রকৃতিপাঠ, ক্ষেত্র বিশ্লেষণ, সৃষ্টিশীল রচনা, মডেল নির্মাণ এবং শিখন-সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়নের ছয়টি ক্ষেত্রে হাতে-কলমে কাজের প্রকৃতি ও কাঠিন্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পদ্ধতিও নিরূপণ করবেন। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের উপযোগী কিছু কিছু নমুনা অনুশীলনী এখানে দিয়ে দেওয়া হলো।

৬. আশা করা যায় মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীকর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী পদ্ধতিটিই প্রাধান্য পাবে। পরিণামী সিদ্ধান্তটি নয়, বরং শিক্ষার্থী'র চিন্তা প্রক্রিয়াটি মূল্যায়নের আওতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

৭. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে সম্পাদিত যাবতীয় কাজের লিখিত নথি, যা শ্রেণি শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ও মূল্যায়িত এবং অভিভাবক কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে, নবম শ্রেণি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছাত্রকে তা সংরক্ষণ করতে হবে এবং যে কোনো ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

৮. অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পিত উদ্ভাবনী শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় একজন ছাত্র/ছাত্রী নিম্নলিখিত উপায়ে তার দক্ষতাগুলি প্রকাশের সুযোগ পাবে :

- একটি বিষয়/ঘটনা /পরিস্থিতি / ছবিকে নিজের ভাষায় বর্ণনা।
- পরবর্তী অনুসন্ধান— একটি বিষয় /ঘটনা /পরিস্থিতি/ছবিকে ভিত্তি করে নতুন উদাহরণ, বিকল্প ব্যাখ্যা, নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নতুন শব্দসম্ভার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ানুগ উদ্ভাবনী মতামত ও সুপারিশ প্রদান।
- বিভিন্ন সূত্র, ধারণা, প্রতর্ক, কথোপকথন প্রভৃতির সম্প্রসারণ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ের নিরিখে কোনো ধারণার উপস্থাপন অথবা সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সুপারিশ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ের নিরিখে বিভিন্ন বিষয়/ঘটনা/পরিবেশ/পরিস্থিতি -অনুযায়ী সিদ্ধান্তগ্রহণ, অনুমান ও উত্তর অনুসন্ধান।
- শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র ও মৌলিক সৃষ্টিশীলতার প্রতি সর্বদা সতর্ক নজর রাখতে হবে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পদ্ধতি

১. সমীক্ষা (Survey) :

কোনো একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা পূর্ব-নির্দেশিত অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ফলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত অর্জনে সাহায্য করে, আমরা সেই প্রক্রিয়াটিকেই সমীক্ষা বলে থাকি (ডেভিন কোয়ালজিক্, ২০১৩)। অন্তর্বর্তী প্রস্তুতীকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমীক্ষার প্রক্রিয়াটি বিষয়-কেন্দ্রিক, সুতরাং তা সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটায়। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সচেতন তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সংগৃহীত তথ্য এবং বিশ্লেষণের নিরিখে শিখন-সহায়ক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সমর্থ হয়।

২. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study) :

কোনো একটি ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে গড়ে তোলা হয়। সাধারণত এই ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বাস্তবগ্রাহ্য, জটিল এবং দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই ঘটনাক্রমের মধ্যে নিহিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীরা তাঁদের অর্জিত সামর্থ্য প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ বা সমাধানে তৎপর হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেমন গভীরভাবে ভাবতে শেখে, ঠিক তেমনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করে। এই ক্ষেত্রে কোনো একটি শিখন-একক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তলিয়ে ভাবার গুরুত্বকে যেমন উপলব্ধি করে, তেমনই একইভাবে বিষয় নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতটির অবস্থা-পরিস্থিতি বা মূল্যবোধের যাথার্থ্যকে অনুধাবন করতে অনুপ্রাণিত হয়।

৩. প্রকৃতি পাঠ (Nature Study) :

প্রকৃতিপাঠকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবলে বলা যায়, কোনো কিছুকে আমরা যেভাবে দেখি এবং সেই দেখার নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে যে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, প্রকৃতিপাঠ সেই পদ্ধতিটিরই নির্যাস (হাইড বেইলি, ১৯০৪)। শিখনের অঙ্গ হিসেবে চারপাশের গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার দক্ষতা প্রকৃতিপাঠের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রকৃতিপাঠের মাধ্যমে যুক্তি-নির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং নিজের পারিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতনতার সার্থক সমন্বয় ঘটে।

৪. মডেল নির্মাণ (Model Making) :

মডেল হলো একটি কাঠামো বা নমুনা বা খসড়া (যা বস্তুর প্রকৃত আকারের থেকে ছোটো বা বড়ো হতে পারে)। আবার বাস্তব জিনিস ছাড়াও মডেল একটি সম্পূর্ণ মানস-পরিকল্পিত গঠনও হতে পারে (ম্যুলার সায়েন্স, ১৯৭১)। মানব মনের কোনো ধারণা বা কাল্পনিক চিন্তার যুক্তিসিদ্ধ প্রকাশ ঘটে মডেল নির্মাণের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে কোনো বিমূর্ত ধারণা বা চিন্তাকে বাস্তবগ্রাহ্য মূর্তরূপ দিতে শেখে। কোনো বিমূর্ত ধারণার দ্বি-মাত্রিক বা

ত্রি-মাত্রিক রূপ মডেলের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। মডেল নির্মাণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যেমন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে, তেমনই সমস্যা সমাধানে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যও অর্জিত হয়।

৫. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing) :

সৃষ্টিশীল রচনার মাধ্যমে মৌলিক চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে বিষয়-কেন্দ্রিক বিভিন্ন শিখন-সামর্থ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হিসাবে, 'সৃষ্টিশীল রচনা' পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারিক চর্চা তাঁর বহুমুখী শিখন-পরিকল্পনাকে যথার্থ রূপ দেয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির লিখিত প্রকাশে যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পরিস্ফুট হয়, তখন সে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সহায়তায় সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টির নান্দনিক মূল্যকে মূল্যায়নের সামর্থ্য অর্জন করে।

৬. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation) :

এই শিখন প্রক্রিয়াটি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। শিখনের মূল উদ্দেশ্য যে নীতিকে অবলম্বন করে সার্থকতা লাভ করে, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটিতেও তার প্রতিফলন ঘটে। শ্রেণিশিখনের যথাযথ আদান প্রদান এবং সার্বিক অংশগ্রহণও এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য। তাই অর্জিত শিখন সামর্থ্যের চর্চা কিংবা প্রতিফলনেই এটি সীমাবদ্ধ থাকে না, শিখন-দক্ষতাকে নানান ভাব ও রূপে কাজে লাগানোর এবং প্রকাশ করার সামর্থ্যেরও মূল্যায়ন ঘটে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বহুমাত্রিক শিখন-পরিকল্পনা গ্রহণে দক্ষ হয়ে ওঠে—যেমন সে একাধিক পাঠ্যবিষয়ের তাৎপর্যবাহী অংশটি আবিষ্কার করতে শেখে, তেমনই অতিরিক্ত বা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পরিহার করতে প্রয়াসী হয়। ফলস্বরূপ সে একাধিক পাঠের অন্যান্য তথ্য-তত্ত্বের বেড়াজাল ডিঙিয়ে, সংশ্লিষ্ট পাঠটির কেন্দ্রীয় ভাবনা বা ধারণাটির মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ ও প্রয়োগকৌশল

পাঠক্রম কেন্দ্রিক ও শ্রেণিশিখন নির্ভর

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
১. সমীক্ষা (Survey)	● নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখে পরিচিত এবং অপরিচিত উপাদানের তথ্য সংগ্রহ। ● কাজের পর্যায়ক্রম নির্ধারণ ও অনুসরণ করা। ● সংগৃহীত তথ্যের একত্রীকরণ ● একত্রিত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। ● সিদ্ধান্ত নথিবদ্ধকরণ এবং মূল্যায়ন।	● তথ্যসংগ্রহ। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামার্থ্য অর্জন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত দেওয়া হবে। সেই প্রেক্ষিতের নিরিখে শিক্ষার্থীরা দলগত/এককভাবে তথ্যসংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ -মূল্যায়ন সম্বলিত নথি শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
২. প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)	● চারপাশের পরিবেশ (গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ সম্বলিত বিভিন্ন ঘটনা) পর্যবেক্ষণ। ● পঞ্জিকরণ। ● পঞ্জিকৃত তথ্যের অনুধাবন।	● পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয় দেওয়া হবে। তারা সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে দলগত/এককভাবে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে তা জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)	● নির্দিষ্ট ঘটনার নিরিখে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় উপলব্ধি। ● সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি নির্ধারণ। ● পরিস্থিতির বিচারে সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানটি নিরুপণ।	● দলগত / এককভাবে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় বিশ্লেষণ। ● সমাধান নির্ণয়। ● সমাধানসূত্র আদান-প্রদানের সামর্থ্য অর্জন।	● প্রদত্ত অবস্থা / ঘটনা / প্রেক্ষিত / পরিস্থিতি-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা দলগত / এককভাবে সমস্যা সমাধানের সচেষ্ট হবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ ও প্রয়োগকৌশল

পাঠক্রম কেন্দ্রিক ও শ্রেণিশিখন নির্ভর

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)	● সৃষ্টিশীল ভাবনার পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও লিখিত মৌলিক প্রকাশ।	● কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা / বিষয়ে শিক্ষার্থী তার মৌলিক ধারণা ও ভাবনার সৃজনশীল প্রকাশ / বর্ণনার অর্জন করবে।	● শিক্ষার্থীরা কাল্পনিক সংলাপ, অনুচ্ছেদ, আখ্যান ইত্যাদি রচনা করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৫. মডেল নির্মাণ (Model Making)	● বিমূর্ত ভাবনা বা ধারণাকে মূর্ত করা। ● সৃষ্টিশীল এবং পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়কে বিশদে ব্যাখ্যা করা।	● উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত সহযোগে কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার সক্ষমতা।	● শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকমের মডেল, কাঠামো, চার্ট, সময়-সারণী (দ্বি-মাত্রিক / ত্রি-মাত্রিক) প্রভৃতি করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৬. পাঠ্য পুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evalution)	● কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং তার কার্যকর ব্যবহার। ● কোনো ঘটনার মর্মার্থ অনুধাবন করে, সেই অনুসারে কাজ করা।	● সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ঘটনাকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন। ● প্রদত্ত প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জন	● শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত পাঠ-সম্ভারের ভিত্তিতে নির্মিত প্রশ্নাবলির (প্রায়োগিক সিদ্ধান্তমূলক ও মূল্যবোধ-সম্পর্কিত) উত্তর অনুসন্ধান করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

নবম শ্রেণির জন্য

নমুনা

● সমীক্ষা (Survey)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাম' ছোটোগল্পটি আজকের সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত পাঠ। শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে গোটা শ্রেণিকক্ষকে ভাগ করে নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা 'বাংলা শব্দভাণ্ডার' পড়েছে। 'দাম' ছোটোগল্প থেকে পাঁচটি দলের কাজ হলো তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি এবং সংকর শব্দের নমুনা চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, শ্রেণিকরণ, শব্দের পরিমাণ নির্ণয় ও আদানপ্রদান। এই সঙ্গে তারা এককভাবে প্রস্তুত মৌলিক দৃষ্টান্তসহ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নির্দেশমতো তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

দলগতভাবে নমুনা চিহ্নিতকরণ এবং শ্রেণিকরণের কাজ। শ্রেণিকরণের নিরিখে গল্পে ব্যবহৃত ঐ শ্রেণির নির্ণয়। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থী নিজের ধারণা থেকে একটি বা দুটি করে বিভিন্ন শ্রেণির নমুনাসহ প্রতিবেদন শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। প্রতিটি দল একটি করে শ্রেণির শব্দ নিয়ে কাজ করবে এবং সেই দলের সব সমস্যা অন্য শ্রেণির শব্দ নিয়ে কাজ করবে। সেই দলের সব সদস্য অন্য শ্রেণিগুলি থেকে ব্যক্তিগতভাবে শব্দের উদাহরণ লিপিবদ্ধ করবে বা কোনো একটি শ্রেণি বিষয়ে তিন-চারটি বাক্য লিখবে।

একইভাবে, যদি সেই পর্যায়ে সন্ধি পড়ানো হয়, তাহলে কাজটি হবে বাক্য থেকে সন্ধিবদ্ধ পদ খুঁজে বের করা এবং পরবর্তীতে দলগতভাবে স্বর / ব্যঞ্জন/বিসর্গসন্ধি নির্ণয় ও সন্ধিবদ্ধ পদ বিশ্লেষণ করে তালিকা নির্মাণ, পাঠ্যে ব্যবহৃত পদের পরিমাণ নির্ণয়। এভাবে ব্যাকরণের পাঠ্যসূচি অনুসারে যে কোনো ধরনের বিষয় (যেমন উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি) এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্পের কথক সুকুমার গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্প থেকে তাঁর কার্যকলাপের একটি ঘটনামুহূর্ত নির্বাচন করা হবে। শিক্ষার্থীরা সেই অংশটি পাঠ করে ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করবে।

'দাম' গল্পের নিম্নলিখিত অংশটি শিক্ষিকা / শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, ভারী চমৎকার বলেছেন আপনি, যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুমধুর।

আমি বিনীত হাসিতে বললুম, আজ শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাই মনের মতো করে বলতে পারলুম না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেরা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল।

শরীর ভালো নেই, তাতেই এরকম বললেন স্যার, শরীর ভালো থাকলে তো —

অর্থাৎ প্রলয় হয়ে যেত। আমি উদার হাসি হাসলুম। যদিও মনে মনে জানি, এই একটি সর্বার্থসাধক বক্তৃতাই আমার সম্বল, রবীন্দ্র জন্মোৎসব থেকে বনমহোৎসব পর্যন্ত এটাকেই এদিক ওদিক করে চালিয়ে দিই।

- বক্তা সুকুমার শরীর ভালো না থাকার ভান করেছেন কেন বলে তোমার মনে হয়?
- একটি বক্তৃতাই এদিক ওদিক করে বিভিন্ন জায়গায় চালিয়ে দেওয়া চরিত্রের কোন দিককে প্রকাশ করে?
- উদ্ধৃত অংশে সামগ্রিকভাবে বক্তার চরিত্রের কোন্ দিক ফুটে উঠেছে?

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্প পাঠের পর এই গল্পের চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। চরিত্রের সেই বিশেষত্বগুলি বজায় রেখে একটি কাল্পনিক ঘটনামুহূর্তের নিরিখে চরিত্রগুলির ভূমিকা বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতামত গঠন। তাই 'দাম' গল্পের নিরিখে একটি কাল্পনিক অনুচ্ছেদ রচনা করে দু-একটি প্রশ্নের মাধ্যমে বিচার্য বিষয়টিকে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করে নিজেদের মতামত লিখতে পারছে কিনা তা দেখে নিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

সুকুমারের মাস্টারমশাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রদের শেখাতেন। তাঁর অঙ্কে অসামান্য দক্ষতা ছিল। কিন্তু ছেলেদের অঙ্ক না পারা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই সব পড়ুয়াই তাঁর ক্লাসে তটস্থ হয়ে থাকত। স্কুলের বার্ষিক পত্রিকায় একবার একটি ছেলে ছদ্মনামে মাস্টারমশাইয়ের কড়া শাসনের বিভীষিকার কথা জানিয়ে একটি গল্প লিখল। মাস্টারমশাই ছাত্রের বেনামে লেখা সেই গল্পটি পড়লেন।

প্রশ্ন: (১) অঙ্ক কষতে না পারার ব্যাপারটিকে মাস্টারমশাই মন থেকে মেনে নিতে পারতেন না কেন?

(২) গল্পটি পড়ার পর মাস্টারমশাইয়ের প্রতিক্রিয়া ও আচরণ কেমন হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্পটি পাঠ করার পরে সেই গল্পের ভিত্তিতে একটি সৃষ্টিশীল, কাল্পনিক সংলাপ লিখতে দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

'আমি তাঁকে দশ টাকায় বিক্রি করেছিলুম। এ অপরাধ আমি বইব কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব।'

'দাম' গল্পের শেষে বক্তা সুকুমারের অপরাধবোধ, লজ্জা ও অনুশোচনার কথা পাঠক হিসাবে আমরা অনুভব করি। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের কাছে এই অনুশোচনা প্রকাশের কথা গল্পে নেই। শিক্ষার্থীরা সুকুমারের অনুতাপের কথা কল্পনা করে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সুকুমার কথা বলছে — এমন পরিস্থিতির কথা কথোপকথনের আকারে ১০টি বাক্যে লিখবে।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● মডেল নির্মাণ (Model Making)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্পটির নিরিখে কথকের মানসিকতার বিবর্তনের কয়েকটি ঘটনাক্রম চিহ্নিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত ঘটনাগুলি পড়ে চরিত্রের মানসিক অবস্থান / বিবর্তন বিষেয়ে নিজেদের মতামত লিখবে। প্রয়োজনে দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

ঘটনা	মতামত
১. 'ছবির মতো অঙ্কটা সাজিয়ে দিয়েছেন'	মাস্টারমশাই অঙ্কে অসামান্য দক্ষ ছিলেন।
২. 'পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে'	অঙ্কে নিবেদিতপ্রাণ মাস্টারমশাইয়ের বিষয়টির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। তাঁর কাছে পৌরুষের অর্থই ছিল অঙ্কে পারদর্শিতা।
৩. 'অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না।'	
৪. 'কিন্তু আমি খুশি হতে পারলুম না।'	
৫. 'দেখলুম মাস্টারমশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'	

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)

শিক্ষক / শিক্ষিকাদের জন্য

'দাম' গল্পটিতে সুকুমার স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়েছে। একই বিষয় পড়ানোর ক্ষেত্রে একজন অন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি আরেক রকম হতে পারে। এই দুইয়ের তুলনামূলক আলোচনার সাপেক্ষে এবং

প্রশ্নোত্তরের নিরিখে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামত এবং মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

একটু পরে মাখনলাল সুর স্কুলে এসে ক্লাসে বেড়াতে বেরুলেন। মাখনলাল সুর দু-তিনটি তেলের কলের মালিক। কালো, মোটাসোটা চেহারা, মুখখানাতে দাম্ভিকতা মাখানো। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, টাকার জোরে স্কুলের সেক্রেটারি হয়েছেন বলে শিক্ষকদের ওপর প্রভুত্ব বেশি করে খাটান। ...

যদুবাবুর ক্লাস। ইতিহাস পড়াচ্ছেন যদুবাবু, মন দিয়ে শিবাজির জীবনী বর্ণনা করছেন ছেলেদের কাছে।

মাখন সুর এক অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন — বলো দিকি, দাশু রায় পাঁচলি লিখেছিলেন কত সালে? মাস্টার বলে দাও না ওদের। দাশু রায় — আহা, অমন গান আর কেউ বাঁধতে পারবে না —

তারপরে নারায়ণবাবুর ক্লাস। নারায়ণবাবু মশগুল হয়ে গিয়েছেন অধ্যাপনায়; কিন্তু তিনি অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছেন ক্লাসে। মাখন সুর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন — আপনি না অঙ্কের মাস্টার। আমি শুনেচি আপনি ক্লাসের পড়া না করিয়ে ছেলেদের কাছে বাজে গল্প করেন।

নারায়ণবাবু বললেন — কথাটা উঠল কিনা, আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধদপি গরীয়সী বিশেষত কবিতার। তাই আবৃত্তির নিয়মটা ওদের —

— তা শেখবার কোনো দরকার নেই। আপনি যে জন্যে, আছেন, তাই করুন। ...

বললেন — আপনি কোনো কাজ করেন না ক্লাসে — ছেলেদের যা পড়ান তা সিলেবাসের বাইরে। সেকেন্ড ক্লাসে অ্যালজেব্রা কতদূর করিয়েছেন দেখি এ বছর। মোটে সিম্পল ইকোয়েশান ধরাচ্ছেন? তা হলে কবে কোর্স শেষ করবেন আপনি? আপনাকে নিয়ে বড়ো মুশকিল হল দেখছি। আপনার পুরোনো রোগ গেল না। সেই বাজে গল্প করা। (অনুসন্ধান : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

- যদুবাবু ক্লাসে কী পড়াচ্ছিলেন?
- মাখনলাল সুর নামক মানুষটিকে কেমন বলে তোমার মনে হলো?
- অঙ্কের মাস্টারমশাই নারায়ণবাবু ক্লাসে কী পড়াচ্ছিলেন?
- নারায়ণবাবু ক্লাসে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গিয়ে যেভাবে পড়ানোর চেষ্টা করছিলেন, তা কতটা গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে করো? তোমার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

একটি পাঠ্যবিষয়কে অবলম্বন করে এখানে ছয়টি পদ্ধতি-সম্পর্কিত ছয়টি উদাহরণ দেওয়া হলো। এটি নমুনা মাত্র। এভাবে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় অবলম্বনে যেকোনো পর্যায়ক্রমিকের পাঠ্যসূচি (ব্যাকরণ ও প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিসহ) অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতির চর্চা করা যাবে। নির্দিষ্ট কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবলতা ও সামর্থ্যের নিরিখে কাঠিন্যমাত্রার তারতম্য ঘটানো যেতে পারে।

সংযোজিত নমুনা

● সমীক্ষা (Survey)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতাটি আজকের সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত পাঠ। শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে গোটা শ্রেণিকক্ষকে ভাগ করে নেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা 'আমরা' কবিতাটি পড়েছে। পাঁচটি দলের কাজ হবে কবিতাটিতে বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নানান দিকগুলির নমুনা চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, শ্রেণিকরণ ও আদানপ্রদান। এই সঙ্গে তারা এককভাবে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নির্দেশমতো তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিবেদন শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'ধীবর-বৃত্তান্ত' নাট্যাংশে বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তায় সামাজিক পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। নাট্যাংশ থেকে একটি ঘটনামুহূর্ত নির্বাচন করা হবে। শিক্ষার্থীরা সেই অংশটি পাঠ করে বিভিন্ন চরিত্রের প্রকৃতি ও সামাজিক পরিস্থিতি নিরূপণের চেষ্টা করবে।

'ধীবর-বৃত্তান্ত' নাট্যাংশের নির্বাচিত অংশটি শিক্ষিকা / শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অংশটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

দুই রক্ষী—(তাড়না করে) ওরে ব্যাটা চোর, বল্—মণিখচিত, রাজার নাম খোদাই করা এই (রাজার) আংটি তুই কোথায় পেলি?

পুরুষ—(ভয় পাওয়ার অভিনয় করে) আপনারা শান্ত হন। আমি এরকম কাজ (অর্থাৎ চুরি) করিনি।

প্রথম রক্ষী—তবে কি তোকে সদ্ ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে রাজা এটা দান করেছেন?

পুরুষ—আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন। আমি একজন জেলে, শক্রাবতারে আমি থাকি।

দ্বিতীয় রক্ষী—ব্যাটা বাটপাড়, আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি?

শ্যালক—সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও। মধ্যে বাধা দিয়ো না।

দুই রক্ষী—তা আপনি যা আদেশ করেন। বল্, কী বলছিলি।

পুরুষ—আমি জাল, বড়শি ইত্যাদি নানা উপায়ে মাছ ধরে সংসার চালাই।

শ্যালক—(হেসে) তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।

পুরুষ—শুনুন মহাশয়, এরকম বলবেন না।

যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন।

শ্যালক—তারপর, তারপর?

পুরুষ—একদিন একটা রুই মাছ যখন আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম, তখন সেই মাছের পেটের মধ্যে মণিমুক্তায় ঝলমলে এই আংটিটা দেখতে পেলাম। পরে সেই আংটিটা বিক্রি করার জন্য যখন লোককে দেখাচ্ছিলাম তখন আপনারা আমায় ধরলেন। এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন। কীভাবে এই আংটি আমার কাছে এল—তা বললাম।

শ্যালক—জানুক, এর গা থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে। এ অবশ্যই গোসাপ-খাওয়া জেলে হবে। তবে আংটি পাবার ব্যাপারে যা বলল তা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। সুতরাং রাজবাড়িতেই যাই।

দুই রক্ষী—তবে তাই হোক। চল রে গাঁটকাটা!

- উল্লিখিত অংশে রাজ-শ্যালকের কোন্ ভূমিকা তুমি লক্ষ করলে?
- অংশটিতে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির কিরূপ পরিচয় ফুটে উঠেছে?

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'রাধারাণী' পাঠ্যাংশটি পড়ে চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। চরিত্রের সেই বিশেষত্বগুলি বজায় রেখে একটি কাল্পনিক ঘটনামুহূর্তের নিরিখে চরিত্রগুলির ভূমিকা বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতামত গঠন করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোনো সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

মনে করো, রাধারাণী এবং তার মা শ্রীরামপুরে রুক্মিণীকুমার রায়ের সন্ধান পেলেন। সেই পরিস্থিতিতে —

- রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে কী বলবে তা কল্পনা করে লেখো।
- রাধারাণীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রুক্মিণীকুমারের সম্ভাব্য উত্তরটি কী হতে পারে তা আলোচনা করো।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)

নবম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর চতুর্থ পাঠের অন্তর্ভুক্ত 'আবহমান' কবিতাটির কীভাবে 'রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা' ভাবমূলের সঙ্গে সম্পর্কিত সে বিষয়ে দলে আলোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককভাবে দশটি বাক্যে প্রতিবেদন রচনা করবে।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● মডেল নির্মাণ (Model Making)

শিক্ষার্থীরা প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণযোগে প্রদত্ত তালিকাটি সম্পূর্ণ করবে।

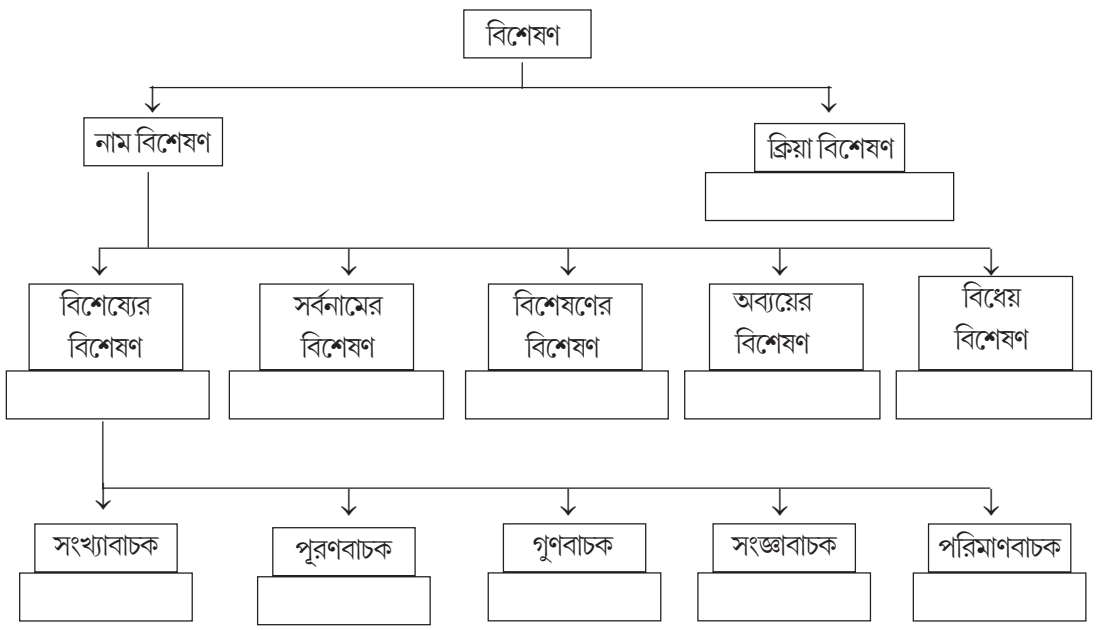

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)

শিক্ষক / শিক্ষিকাদের জন্য

শিক্ষার্থীরা কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি' কাব্যাংশটি পড়েছে। কবি মোহিতলাল মজুমদার রচিত 'কালবৈশাখী' কবিতাটির নির্বাচিত অংশ তাদের দেওয়া হবে। এই দুইয়ের তুলনামূলক আলোচনার সাপেক্ষে এবং প্রশ্নোত্তরের নিরিখে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামত এবং মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অংশটি পড়ে প্রশ্নটির উত্তর দাও :

কালবৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে!
ধরণীর' পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে!
কানন-আনন পাণ্ডুর করি'
জল-স্থলের নিঃশ্বাস হরি'
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিলে কে!

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহার সারি-সারি নিস্পন্দ
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি' তুলিয়াছে প্রাণ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ?

হরি যে হোথায় আকাশ-কটাহে ধূম্র-মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীম-কুণ্ডল জটা!
অথবা ও কি রে সচল-অচল —
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিছে মিহিরে, ছিড়িয়া রশ্মিছটা!

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার
শুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব — নাসা গর্জন ঝঙ্কার!
পিঙ্গল হল গল-তলদেশ,
ধূলি-ধূসরিত উন্মাদ বেশ —
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার!

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক হ'তে দিক অন্তে —
দিগ্ বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে!
বাজে ঘন ঘন রণ-দুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি',
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে!

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘ - কজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হ'ল ছিন্ন।

(নির্বাচিত অংশ)

- 'কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি' শীর্ষক কাব্যাংশে এবং 'কালবৈশাখী' কবিতা থেকে নির্বাচিত অংশে ঝড়-বৃষ্টির যে প্রসঙ্গ রয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনা করো।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

দশম শ্রেণির জন্য

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ ও প্রয়োগ কৌশল

বাংলা (প্রথম ভাষা)

● ১. সমীক্ষা (Survey)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

জয় গোস্বামীর 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান' কবিতাটি আজকের সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত পাঠ। শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে গোটা শ্রেণিকক্ষকে ভাগ করে নেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান' কবিতাটি পড়েছে। এই কবিতাটি একটি যুদ্ধবিরোধী কবিতা। এখানে কবি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পৈশাচিক দানবতার বিরুদ্ধাচরণ করে মানুষের অমলিন হৃদয়বৃত্তি তথা মানবতার জয়গান ঘোষণা করেছেন। 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান' কবিতাটির নিরিখে, পাঁচটি দলের কাজ হলো পাঠ্য' সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির অন কোনো কবিতায় এমন যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য থাকলে তা খুঁজে বের করা এবং পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য কবির লেখা এধরনের যুদ্ধবিরোধী কবিতার তালিকা নির্মাণ। এই সঙ্গে তারা প্রস্তুত তালিকাটির মধ্যে কোন্ কবিতাটি তার প্রিয় এবং কেন— সে বিষয়ে কম-বেশি ১৫০ শব্দে নিজের মতামত প্রকাশ করবে। (শ্রেণিকক্ষে এই কাজটি হওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠাগারের সাহায্য নিতে পারে।)

শিক্ষার্থীদের জন্য

দলগতভাবে আলোচনা করে যুদ্ধবিরোধী কবিতার তালিকা নির্মাণ। কবি এবং কবিতার নাম (একটি সংক্ষিপ্ত সংকলনের মতো) লিখে তালিকাটি প্রস্তুত করা। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থী এই লিখিত তালিকাটি শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

প্রতিটি দলের সদস্যেরা দলগত আলোচন ার মাধ্যমে যে কোনো একটি কবিতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমত লিখে শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

[নির্ধারিত সময় : ৪৫/৪০ মিনিট— শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়টি আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + দলগতভাবে তালিকা প্রস্তুতের জন্য ১০ মিনিট + ব্যক্তিগতভাবে কবিতা নির্বাচন ১০/৫ মিনিট + এককভাবে নিজের মতামতের লিখিত প্রকাশ ১০/১৫ মিনিট]

● ২. প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'পথের দাবী' পাঠ্যাংশের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র গিরীশ মহাপাত্র। পাঠ্যাংশ থেকে তার কার্যকলাপের একটি মুহূর্ত নির্বাচন করা হবে। শিক্ষার্থীরা সেই অংশটি পাঠ করে 'গিরীশ মহাপাত্র'-এর ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করবে।

'পথের দাবী' পাঠ্যাংশের নিম্নলিখিত অংশটি শিক্ষিকা/শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

'তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতেই বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাত্র। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুলমোজা, সেই পাম্প শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা রুমালখানি বুকপকেট ছাড়িয়া তাঁহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাত্র এই দিকেই আসিতেছিল, সুমুখে আসিতেই অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিনতে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশব্যস্তে একটা মস্ত নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে, চিনতে পারি বৈ কি বাবুমশায়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব সহাস্যে কহিল, আপাতত ভামো যাচ্ছি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাঞ্জাং থেকে দুজন বন্ধু নোক আসার কথা ছিল,— আমাকে কিন্তু বাবু ঝুটমুট হয়রান করা। হাঁ, আনে বটে কেউ কেউ আপিং সিদ্ধি নুকিয়ে, কিন্তু আমি বাবু ধর্মভীরু মানুষ। বলি কাজ কি বাপু জোচ্চুরিতে— কথায় বলে পরোধর্ম ভয়াভয়। লল্লাটের লেখা তো খণ্ডাবে না।'

- আমি বাবু ধর্মভীরু মানুষ — বক্তা কীভাবে তার 'ধর্ম' রক্ষা করতে চায়?
- গিরীশ মহাপাত্র বিচিত্র সাজপোশাক পরে এসেছিল কেন?
- উদ্ধৃতাংশে গিরীশ মহাপাত্রের চরিত্রের কোন কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে?

[নির্ধারিত সময় : ৪৫/৪০ মিনিট— শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়টি আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/এককভাবে করার জন্য ২৫/২০ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০ মিনিট]

● ৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'জ্ঞানচক্ষু' গল্প পাঠের পর এই গল্পের চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। চরিত্রের সেই বিশেষত্বগুলি বজায় রেখে একটি কাল্পনিক ঘটনামুহূর্তের নিরিখে চরিত্রগুলির ভূমিকা বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতামত গঠন।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সম্পাদককে বলে তপনের নতুন মেসোমশাই তার লেখা 'প্রথম দিন' গল্পটা ছাপিয়ে দিলেন। কিন্তু একটু-আধটু কারেকশানের নামে পুরো গল্পটাই তিনি নিজের পাকা হাতে লিখে দিলেন। নিজে একজন লেখক হয়েও তপনের নিজস্বতা ও মৌলিকতাকে তিনি কোনো মূল্যই দিলেন না। তপন গল্পটা পড়ার সময় পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পেরে মেসোমশাইকে তার কষ্টের কথাটা জানাল।

* মেসোমশাই তপনের লেখা গল্পটা অবিকৃতভাবে ছাপতে দেননি কেন?

* তপনের মনোকষ্টের কথা শুনে তার মেসোমশাইয়ের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াটি নিজের ভাষায় লেখো।

(নির্ধারিত সময় : ৪৫/৪০ মিনিট— শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়টি আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/এককভাবে করার জন্য ২৫/২০ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০ মিনিট)

● ৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'আফ্রিকা' কবিতা এবং 'পথের দাবী' রচনাংশের মধ্যে নিহিত ভাবগত ঐক্যের তুলনামূলক আলোচনা।

শিক্ষার্থীদের জন্য :

'অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।'

...

'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল'

...

'সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।'
('আফ্রিকা' কবিতা থেকে উদ্ধৃত অংশ।)

'অপূর্ব প্রথম শ্রেণির যাত্রী, তাহার কামরায়
আর কেহ লোক ছিল না।'

...

'বর্মা সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটুকণ্ঠে জবাব দেয়,
তুমি তো ইউরোপিয়ান নও।'

...

'— আমি পুলিশ; ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে
টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।'
('পথের দাবী' পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত।)

'আফ্রিকা' কবিতায় এবং 'পথের দাবী' রচনাংশে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বর্বর অত্যাচার-শোষণ ও নির্লজ্জতার প্রকাশে কবি ও লেখকের মানসিকতার মধ্যে যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাও তা কবিতা এবং রচনাংশটি অবলম্বনে নিজের ভাষায় আলোচনা করো। (কমবেশি ২০০ শব্দ)

[নির্ধারিত সময় : ৪৫/৪০ মিনিট— শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়টি আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/এককভাবে করার জন্য ২৫/২০ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০ মিনিট]

● ৫. মডেল নির্মাণ (Model Making)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত মডেল নির্মাণ।

শিক্ষার্থীদের জন্য

একটি বড়ো আর্ট পেপারে 'বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ'টি দেখাবে। প্রত্যেকটি ভাগের একটি করে উদাহরণ দেবে এবং প্রতিটি উদাহরণের গঠনরীতিটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবে।

[নির্ধারিত সময় : ৪৫/৪০ মিনিট—শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়টি আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/এককভাবে করার জন্য ২৫/২০ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০ মিনিট]

৬. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)

শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য

'বহুরূপী' গল্পটিতে বহুরূপী বিষয়টি সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশ ধরে হাজির হয়। এই রকম আরেকটি তুলনামূলক আলোচনার সাপেক্ষে এবং প্রশ্নোত্তরের নিরিখে শিক্ষার্থীদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

নীচের গল্পাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

'সে রাত্রেও ঘরের বাইরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়োও? ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে

ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁ-আঁ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না। ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেছি দেখি পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন— আউর মারো—শালাকো মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল!— আরে এ যে ভট্চায্যিমশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটেছিলেন কেন? ভট্চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদা'র দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও— বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও'ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এম্‌নি বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমেই সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, 'দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই-ছিনাথ বউরূপী। ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?'

* এই দুই বহুরূপীর মধ্যে কাকে তোমার বেশি ভালো লাগল তা যুক্তিসহ লেখো।

* তুমি যদি বহুরূপী সাজো, তাহলে তুমি কী রূপ নেবে? তোমার এই রূপ নেওয়ার কারণ কী?

[নির্ধারিত সময় : ৪৫/৪০ মিনিট—শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়টি আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/এককভাবে করার জন্য ২৫/২০ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০ মিনিট]

বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য : *এখানে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়কে অবলম্বন করে ছয়টি পদ্ধতি-সম্পর্কিত ছয়টি উদাহরণ দেওয়া হলো। এটি নমুনা মাত্র। এভাবে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় অবলম্বনে যেকোনো পর্যায়ক্রমিকের পাঠ্যসূচি অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতির চর্চা করা যাবে। সাহিত্য সঞ্চয়ন এবং ব্যাকরণ অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু সহায়ক পাঠ 'কোনি' এই মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হবে না। নির্দিষ্ট কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবলতা ও সামর্থ্যের নিরিখে কাঠিন্যমাত্রার তারতম্য ঘটানো যেতে পারে। তৃতীয় অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে প্রাপ্ত মান মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের মান হিসাবে গণ্য করা হবে।*

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের ধরন ও রূপরেখা

নবম শ্রেণি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Very Short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০১	০২	০৩	০৫	১১
কবিতা	০১	০২	০৩	০৫	১১
প্রবন্ধ	-	-	-	-	-
নাটক	০১	০২	০৩	-	০৬
সহায়ক গ্রন্থ	০১	০১	-	০৫	০৭
ব্যাকরণ	০২	০৩	-	-	০৫
নির্মিতি	-	-	-	-	-

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন - ১০

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Very Short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০১	০১	-	০৫	০৭
কবিতা	০১	০১	-	০৫	০৭
প্রবন্ধ	০১	০১	-	০৫	০৭
চিঠি	০১	০১	-	০৫	০৭
সহায়ক গ্রন্থ	০১	০১	-	০৫	০৭
ব্যাকরণ	০২	০৩	-	-	০৫
নির্মিতি	-	-	-	-	-

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন - ১০

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Very Short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০২	০২	০৩	০৫	১২
কবিতা	০২	০২	০৩	০৫	১২
প্রবন্ধ	০২	০২	০৩	০৫	১২
নাটক	০১	০১	০৩	০৫	১০
সহায়ক গ্রন্থ	০৩	০৩	০৩	০৫	১৪
ব্যাকরণ	০৮	০৮	-	-	১৬
নির্মিতি	-	-	-	*১০+০৪	১৪

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন - ১০

১০ নম্বরের জন্য : কমবেশি ৩০০ শব্দ
০৫ নম্বরের জন্য : কমবেশি ১৫০ শব্দ
০৩ নম্বরের জন্য : কমবেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের জন্য : কমবেশি ১৫ শব্দ

* নির্মিতি অংশে প্রবন্ধের উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

দশম শ্রেণি

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (Very short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
কবিতা	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
প্রবন্ধ	০৩	০৩	×	০৫	১১
নাটক	×	×	×	০৪	০৪
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ	×	×	×	৫+৫=১০	১০
ব্যাকরণ	০৮	০৮	×	×	১৬
নির্মিতি	×	×	×	* প্রবন্ধ রচনা - ১০ * অনুবাদ - ০৪ সংলাপ রচনা অথবা প্রতিবেদন রচনা - ০৫	১৯

১০ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ৪০০ শব্দ
০৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ১৫০ শব্দ
০৪ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ১২৫ শব্দ
০৩ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ২০ শব্দ

MCQ-এর ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। VSA এর ক্ষেত্রে গল্পের ৫টির মধ্যে ৪টি, কবিতার ৫টির মধ্যে ৪টি, প্রবন্ধের ৪টির মধ্যে ৩টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। SA এবং Essay type প্রশ্নের ক্ষেত্রে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক থেকে একটি করে বিকল্প থাকবে। পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ থেকে ৩টি Essay type প্রশ্নের মধ্যে দুটির উত্তর করতে হবে। ব্যাকরণ অংশের VSA এর ক্ষেত্রে ১০টির মধ্যে ৮টির উত্তর করতে হবে। ৪টি প্রবন্ধের মধ্যে থেকে ১টির উত্তর করতে হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। সংলাপ অথবা প্রতিবেদন— যে কোনো ১টির উত্তর করতে হবে।

* নির্মিতি অংশে প্রবন্ধ ও অনুবাদের উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনের আনুপাতিক মান প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে যে যে বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্গত থাকবে না তার মান প্রশ্নের অন্য বিষয়গুলিতে গুরুত্ব অনুসারে বণ্টিত হবে।

নবম শ্রেণি

নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৪০

১। ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **১ × ৬ = ৬**

১.১ 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।' 'ঈশান' হল —

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

(খ) উত্তর-পূর্ব কোণ।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব কোণ।

(ঘ) উত্তর পশ্চিম কোণ।

১.২ 'ইলিয়াস তাকে একটা বাড়ি দিল, কিছু গোরু-ঘোড়াও দিল।' ইলিয়াস এসব দিয়েছিল—

(ক) তার একমাত্র মেয়েকে।

(খ) তার বড়ো ছেলেকে।

(গ) তার ছোটো ছেলেকে।

(ঘ) মহম্মদ শা নামে এক প্রতিবেশীকে।

১.৩ 'প্রভু, আজ আমার সংসার চলবে কীভাবে?' বক্তা

(ক) প্রথম রক্ষী

(খ) দ্বিতীয় রক্ষী।

(গ) জেলে।

(ঘ) রাজ-শ্যালক।

১.৪ 'আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল।' উদ্ধৃতাংশে যে দিনটির প্রসঙ্গ রয়েছে, সেটি হল—

(ক) ১লা জানুয়ারি।

(খ) ৫ই জানুয়ারি।

(গ) ১২ই জানুয়ারি।

(ঘ) ২৫শে জানুয়ারি।

১.৫ সমবর্ণ লোপ-এর ক্ষেত্রে দুটি সমধ্বনির মধ্যে

(ক) একটি ধ্বনি শুধুমাত্র লেখায় লোপ পায়।

(খ) একটি ধ্বনি শুধুমাত্র কথায় লোপ পায়।

(গ) একটি ধ্বনি লেখা ও কথা দুটি ক্ষেত্রেই লোপ পায়।

(ঘ) দুটিই লেখা ও কথার ক্ষেত্রে লোপ পায়।

১.৬ 'শহুরে'-উদাহরণটি হল

(ক) প্রগত স্বরসংগতি।

(খ) পরাগত স্বরসংগতি।

(গ) অন্যোন্য স্বরসংগতি।

(ঘ) মধ্যগত স্বরসংগতি।

২। কমবেশি ১৫টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : **১×১০=১০**

২.১ কলিঙ্গে দুর্যোগের দিনে সকলে কাকে স্মরণ করেছে?

২.২ 'তরী ভরা পণ্য নিয়ে' কবি কোথায় পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন?

২.৩ 'আমি সত্য কথাই বলছি, তামাশা করছি না।' — বক্তা কোন্ সত্য কথা বলেছেন?

২.৪ 'প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল, জানিস?'— প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল বলে বক্তা জানিয়েছেন?

২.৫ 'ধীবর বৃত্তান্ত' নাট্যাংশে ধীবর কীভাবে আংটিটি পেয়েছিল?

২.৬ 'ধীবর-বৃত্তান্ত' নাট্যাংশে রাজ-শ্যালক কোন্ ভূমিকা পালন করেছেন?

২.৭ 'ঠিক ঠিক। মনে পড়েছে।' — কোন্ ঘটনার কথা বক্তার মনে পড়েছে?

২.৮ কোন্ দুটি প্রত্যয়কে তুলনাবাচক তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়?

২.৯ মধ্যস্বরলোপের একটি উদাহরণ দাও।

২.১০ 'ঋ'কে মিশ্রধ্বনি বলা হয় কেন?

৩। কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **৩×১=৩**

৩.১ 'কলিঙ্গে সোঙরে সকল লোক যে জৈমিনি।'— জৈমিনি কে? কলিঙ্গের লোক কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁকে স্মরণ করেছেন? ১+২

৩.২ 'এ-তরীতে মাথা ঠুকে সমুদ্রের দিকে তারা ছোটে।'— কোন্ তরী? পঙ্‌ক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থটি বিশ্লেষণ করো। ১+২

৪। কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **৩×১=৩**

৪.১ 'দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না।' —বক্তা কে? তাঁর জীবনে কীভাবে নানান দুশ্চিন্তা ভিড় করে আসত? ১+২

৪.২ 'মনে হলো, স্নেহ-মমতা-ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি।'—কার একথা মনে হলো? কেন তাঁর একথা মনে হলো? ১+২

৫। কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও **৩×১=৩**

৫.১ 'সেই আংটি দেখে মহারাজের কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে।' মহারাজের পরিচয় দাও। প্রিয়জনের কথা মনে পড়ায় রাজা কী করেছিলেন? ১ + ২

৫.২ 'আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন।' — বক্তা কে? তার বক্তব্যটি কী? ১ + ২

৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **৫×১=৫**

৬.১ 'অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।'—'অম্বিকামঙ্গল' এবং তাঁর কবি 'শ্রীকবিকঙ্কণ' এর পরিচয় দাও। 'কলিঙ্গ দেশে ঝড়-বৃষ্টি' অংশে বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিচয় দাও। ২+৩

৬.২ 'নোঙর গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে।' — নোঙর কী ? 'নোঙর' তটের কিনারে পড়ে গিয়েছে বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? ২ + ৩

৭। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও? **৫×১=৫**

৭.১ 'মোট কথা, ইলিয়াসের তখন খুব বোলবোলাও, পাশেপাশের সকলেই তাকে ঈর্ষা করে।' — ইলিয়াস কীভাবে সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিল? তার পরবর্তী জীবনের ছবি কীভাবে বদলে গেল? ২ + ৩

৭.২ 'একদিন একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ফরমাশ এল, আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে।' — কার কাছে এমন 'ফরমাশ' এল? তিনি তাঁর ছেলেবেলার গল্প কীভাবে শোনালেন? ১ + ৪

৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও? **৫×১=৫**

৮.১ 'বিধুশেখর আবার গম্ভীর গলায় বলল, বিভং ভীবং বিভং'। — বিধুশেখরের বলা কথাটির অর্থ কী ? 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্প অনুসরণে সেইপরিস্থিতিটির বর্ণনা দাও। ১ +৪=৫

৮.২ 'খাতাটা হাতে নিয়ে খুলে কেমন যেন খটকা লাগল।' — কোন্ 'খাতা' র কথা বলা হয়েছে ? বক্তার মনে খটকা লাগল কেন, তা সেই খাতাটির প্রকৃতি আলচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ১ +৪=৫

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৪০

১। ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : ১×৭=৭

১.১ ‘ তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, ‘‘ তোমার বয়স কত’’?’ উত্তরে শ্রোতা জানিয়েছে

(ক) পাঁচ — সাত বছর।

(খ) সাত — আট বছর।

(গ) দশ — এগারো বছর।

(ঘ) নয় — দশ বছর।

১.২ ‘ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা’— ব্যথিত গন্ধ আছে

(ক) বাংলার নীল সন্ধ্যার আকাশে।

(খ) হিজলে কাঁঠালে জামে।

(গ) কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাসে আর লাল লাল বটের ফলে।

(ঘ) নরম ধানে।

১.৩ ‘উর্দুকে ফার্সির অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন

(ক) কবি ইকবাল।

(খ) নিদা ফজিল।

(গ) আলি সরদার জাফরি।

(ঘ) মির্জা গালিব।

১.৪ ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের কাজে স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন —

(ক) মিস্টার ই. টি. স্টার্ডি।

(খ) মিস হেনরিয়েটা মুলার।

(গ) ক্যাপ্টেন জে. এইচ সেভিয়ার।

(ঘ) মিসেস সারা বুল।

১.৫ ‘ছিরি’ হল একটি

(ক) তৎসম শব্দ।

(খ) অর্ধতৎসম শব্দ।

(গ) তদ্ভব শব্দ।

(ঘ) দেশি শব্দ।

১.৬ 'যে-কেউ'-একটি

(ক) অনির্দেশক সর্বনাম।

(খ) সংযোগবাচক সর্বনাম।

(গ) সাকল্যবাচক সর্বনাম।

(ঘ) যৌগিক সর্বনাম।

১.৭ প্রোফেসর শঙ্কু আবিষ্কৃত পাখি পড়ানো যন্ত্রটির নাম

(ক) অরনিথন।

(খ) লিঙ্গুয়াগ্রাফ।

(গ) মিরাকিউরল।

(ঘ) অ্যানাইহিলিন।

২. কমবেশি ১৫টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **১×৮=৮**

২.১ উর্দু সাহিত্যের মূল সুর কোন ভাষার সঙ্গে বাঁধা?

২.২ 'যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া'— কোন্ উঠানে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে?

২.৩ '...তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব।'—কার সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব বলে পত্রলেখক মনে করেন?

২.৪ 'রাধারাণী তখন বিষণ্ণ বদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল — সকাতরে বলিল— ''মা! এখন কী হবে''?'— উত্তরে রাধারাণীর মা কী বলেছিলেন?

২.৫ সেখানে যাওয়া আসা অত্যন্ত কঠিন। নিম্নরেখ পদটি কী ধরনের বিশেষ্য?

২.৬ আগন্তুক শব্দ বলতে কী বোঝ?

২.৭ পঙ্গুক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

২.৮ 'মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম বিপদের আশঙ্কা আমার রক্ত জল করে দিল।' — বক্তা কোন্ বিপদের আশঙ্কা করেছেন?

৩। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:- **৫×১=৫**

৩.১) 'সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।' — প্রাবন্ধিকের এমন মন্তব্যের কারণ কী? প্রসঙ্গত, বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি কোন্ অভিমত ব্যক্ত করেছেন? ২+৩

৩.২) 'বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান।' — 'নব নব সৃষ্টি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বাঙালির বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় কীভাবে পরিস্ফুট করেছেন তা আলোচনা কর। ৫

৪। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৪.১) 'পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নি কো' — উদ্ধৃতাংশে কোন্ কন্যার প্রসঙ্গ রয়েছে? পৃথিবীর কোনো পথ তাকে দেখেনি বলে কবির মনে হয়েছে কেন? ২+৩

৪.২) 'নেভে না তার যন্ত্রণা যে, দুঃখ হয় না বাসি'— কার, কোন্ যন্ত্রণার কথা উদ্ধৃতাংশে ব্যক্ত হয়েছে? তার দুঃখ বাসি না হওয়ার কারণ কী? ২+৩

৫। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৫.১) 'কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো'—কার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের এই পরামর্শ? তিনি কোন্ কাজে ঝাঁপ দিতে চান? কাজে ঝাঁপ দেবার আগে স্বামী বিবেকানন্দ কোন্ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন বলে তাঁকে জানিয়েছেন?

৫.২) ' কিন্তু আসল কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।' —কোন প্রসঙ্গে পত্রলেখক প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটির অবতারণা করেছেন? প্রসঙ্গত, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তাঁর স্নেহশীলতার প্রকাশ পত্রে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝিয়ে দাও। ২+৩

৬। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৬.১) '...রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতে বড়ো বৃষ্টি আরম্ভ হইল।' — বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় কোন্ পরিস্থিতি তৈরি হল? রাধারাণীকে সেই পরিস্থিতি থেকে কে, কীভাবে উদ্ধার করলেন? ২ + ৩

৬.২.)'তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।' — কাদের সম্পর্কে এই উক্তি? পাঠ্যাংশে তাদের দারিদ্র, এবং নির্লোভতার পরিচয় কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে?

৭। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** **৫×১=৫**

৭.১) '...সে পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে আমাকে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছে।' — কে প্রোফেসর শঙ্কুকে পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন? সানতিয়াগোর সেই সম্মেলনে কী ঘটেছিল? ১ + ৪

৭.২) 'শয়তান পাখি... কিন্তু কী অসামান্য তার বুদ্ধি!' — বক্তা কে ? কোন পাখিটিকে সে কেন 'শয়তান' বলেছে? পাখিটির বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় 'কর্ভাস' গল্পে পাওয়া যায়, তা বিবৃত করো। ২ + ৩

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৯০

১। ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **১ × ১৮ = ১৮**

১.১ ষোলো-সতেরো বছরের দোহারা ছিপছিপে চেহারার শোভনের পরিচয়-চিহ্নটি হলো—

(ক) ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি কাটা দাগ।

(খ) ঘাড়ের দিকে বাঁ কানের কাছে একটি বড়ো জড়ুল।

(গ) ডান কাঁধে একটি আঁচিল।

(ঘ) ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি বড়ো জড়ুল।

১.২ 'সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মনে পড়িতেছে'—

কথকের মনে পড়েছে —

(ক) চন্দ্রনাথকে।

(খ) বীরুকে।

(গ) নিশানাথবাবুকে।

(ঘ) নরেশকে।

১.৩ 'ভেঙে ফেল, কররে লোপাট'— উদ্ধৃতাংশে যা ভেঙে ফেলার এবং লোপাট করার কথা বলা হয়েছে, তা হলো—

(ক) লৌহ-কপাট।

(খ) গারদ।

(গ) প্রাচীর।

(ঘ) পাষাণ-বেদী।

১.৪ 'আমরা' কবিতাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, সেটি হলো —

(ক) কুহু ও কেকা।

(খ) বেণু ও বীণা।

(গ) অভ্র ও আবীর।

(ঘ) তুলির লিখন।

১.৫ '...ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি।'

লেখিকা ঢেঁকির শাকের কথা পড়েছেন —

(ক) 'বসুমতী' পত্রিকায়।

(খ) 'বালক' পত্রিকায়।

(গ) 'মহিলা' পত্রিকায়।

(ঘ) 'সাধনা' পত্রিকায়।

১.৬ 'এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।'

লেখিকার যে সাধ পূর্ণ হয়েছে, তা হলো —

(ক) তিনি হিমালয়ান রেলগাড়ি চড়েছেন।

(খ) তিনি অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দেখেছেন।

(গ) তিনি ২০/২৫ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট ঢেঁকি তরু দেখেছেন।

(ঘ) তিনি পর্বতের একটি নমুনা হিসেবে প্রথমবার হিমালয় দর্শন করেছেন।

১.৭ 'মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুব খুশি হবেন।'

বক্তা মনে করেন মহারাজ খুশি হবেন, কারণ —

(ক) তিনি তাঁর নাম খোদাই করা মণিখচিত আংটি উদ্ধারের বিবরণ শুনবেন।

(খ) তিনি শুনবেন আংটি উদ্ধারের তাঁর শ্যালক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

(গ) আংটি সমেত ধরা পড়া জেলেটি উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

(ঘ) আংটিটি দেখে তাঁর কোনো প্রিয়জনের কথা মনে করে যাবেন।

১.৮ 'এটা খুবই আশ্চর্য, ...'

আশ্চর্যের বিষয়টি হলো —

(ক) এক চামচ ট্যানট্রাম ঢালার উপক্রম করতেই ঘরে শুরু হয়েছে এক প্রচণ্ড ঘটাং-ঘটাং শব্দ।

(খ) শব্দ করার কথা নয়, তবু বিধুশেখরকে মাঝে মাঝে একটা গাঁ-গাঁ শব্দ করতে দেখা গেছে।

(গ) স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে।

(ঘ) নিউটন মাছের মুড়োর থেকে fish pill-কেই খাদ্য হিসেবে বেশি পছন্দ করেছে।

১.৯ স্প্যানিশ শব্দ 'ম্যানিফিকো'র অর্থ—

(ক) অদ্ভুত।

(খ) চমকপ্রদ, অসামান্য।

(গ) ভয়ানক।

(ঘ) কাল্পনিক।

১.১০ প্রোফেসর শঙ্কু স্থির করেছিলেন স্বর্ণপর্ণীর খোঁজে তাঁকে যেতে হবে —

(ক) কাশীতে।

(খ) কালকায়।

(গ) কসৌলিতে।

(ঘ) গিরিডিতে।

১.১১ 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

নিম্নরেখ পদটি যে জাতীয় সর্বনাম —

(ক) নির্দেশক সর্বনাম।

(খ) অনির্দেশক সর্বনাম।

(গ) সমষ্টিবাচক সর্বনাম।

(ঘ) যৌগিক সর্বনাম।

১.১২ বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা —

(ক) পাঁচটি।

(খ) ছয়টি।

(গ) সাতটি।

(ঘ) চোদ্দটি।

১.১৩ 'বাঙালী' যে জাতীয় বিশেষ্য —

(ক) ভাববাচক বিশেষ্য।

(খ) শ্রেণিবাচক বিশেষ্য।

(গ) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।

(ঘ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য।

১.১৪ সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয় —

(ক) প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে।

(খ) মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে।

(গ) উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে।

(ঘ) প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে।

১.১৫ খাঁটি বাংলা বলতে যে জাতীয় শব্দকে বোঝায় —

(ক) তৎসম শব্দ।

(খ) অর্ধতৎসম শব্দ।

(গ) তদ্ভব শব্দ।

(ঘ) দেশি শব্দ।

১.১৬ চাকরি > চাকুরি। এক্ষেত্রে যে ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে —

(ক) আদিস্বরাগম।

(খ) মধ্যস্বরাগম।

(গ) অন্ত্যস্বরাগম।

(ঘ) স্বরভক্তি।

১.১৭ মধ্য স্বরাগমের অন্য দুটি নাম হলো —

(ক) স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ।

(খ) ব্যঞ্জনসংগতি, ব্যঞ্জনাগম।

(গ) স্বরাগম, ব্যঞ্জনাগম।

(ঘ) স্বরসংগতি, ব্যঞ্জনাগম।

১.১৮ সমাপিকা ক্রিয়ার অন্য নামটি হলো —

(ক) সকর্মক ক্রিয়া।

(খ) কর্মবাচ্যের ক্রিয়া।

(গ) সমধাতুজ কর্মের ক্রিয়া।

(ঘ) বিধেয় ক্রিয়া।

২. কমবেশি ১৫টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **১ × ১৮ = ১৮**

২.১ 'ইলিয়াস প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ দিল।'

— ইলিয়াস কেন তার প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল?

২.২ 'জেনো, Shame in crowd but solitary pride হওয়াই উচিত ও বস্তু।'

— বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছেন?

২.৩ 'ফুরয় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা।'

— উদ্ধৃতাংশে একগুঁয়েটি কে?

২.৪ 'রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে'

— রক্তপ্রবাহের মধ্যে কী ফেনিয়ে ওঠে?

২.৫ 'আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।'

— কাকে লেখক 'অন্যতম প্রধান খাদ্য' বলেছেন?

২.৬ '...সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম।'

—উদ্ধৃতাংশে কোন্ জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

২.৭ 'তা প্রভু যা আদেশ করেন।'

— প্রভুর আদেশটি কী ছিল?

২.৮ 'তাই হাত বাড়িয়ে জানলাটা খুলে দিলাম।'

— বক্তা জানালাটা খুলে দিলেন কেন?

২.৯ 'সেই কীর্তিমান পুরুষটির সঙ্গে পাখির একটা সম্পর্ক রয়েছে।'

— কোন্ কীর্তিমান পুরুষের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২.১০ 'এটা কেন হয়, বাবা?'

— বক্তার জিজ্ঞাস্যটি কী?

২.১১ যোগরূঢ় শব্দের সঙ্গে যৌগিক শব্দের পার্থক্য কী?

২.১২ মহাপ্রাণ ধ্বনির একটি উদাহরণ দাও।

২.১৩ 'কয়েক' — শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

২.১৪ ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝ?

২.১৫ একটি বাক্য গঠন করে তার মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম চিহ্নিত করো।

২.১৬ অনুজ্ঞাভাব ক্রিয়ার কোন্ কোন্ কালে ব্যবহৃত হয়?

২.১৭ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বর কয়টি ও কী কী?

২.১৮ পুরাঘটিত অতীতের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় এমন একটি উদাহরণ দাও।

৩। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৩.১) 'রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল।'

— রাধারাণী কাঁদছিল কেন? তার মালা গাঁথার উদ্দেশ্য কীভাবে সফল হলো? ১+২

৩.২) 'সেই জন্যেই গল্প বানানো সহজ হলো।'

— বক্তা কে? কোন্ গল্প সে বানিয়েছে? কেন তার পক্ষে গল্পটি বানানো সহজ হয়েছে? ১+১+১

৪। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৪.১) 'সারারাত মিছে দাঁড় টানি, / মিছে দাঁড় টানি।'

— কথকের সারারাত 'দাঁড়' টানার অর্থ কী? তাঁর দাঁড় টানা 'মিছে' কেন? ১+২

৪.২) 'গাজনের বাজনা বাজা।'

— গাজনের বাজনা কখন বেজে ওঠে? কবি কেন গাজনের বাজনা বাজানোর কথা বলেছেন? ১+২

৫। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৫.১) 'রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।'

— মন্তব্যটি কার? মন্তব্যটি সাপেক্ষে লেখক কোন্ কোন্ উদাহরণ দিয়েছেন? ১+২

৫.২) 'ইহার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।'

— কোন্ রচনার অংশ? কোন্ সৌন্দর্যকে লেখিকা 'বর্ণনাতীত' আখ্যা দিয়েছেন? ১+২

৬। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৬.১) 'সুতরাং রাজবাড়িতে যাই।'

— কে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তাঁর রাজবাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? ১+২

৬.২.)'প্রভু, অনুগৃহীত হলাম।'

— বক্তা কে? সে নিজেকে অনুগৃহীত মনে করেছে কেন? ১+২

৭। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৭.১) 'এবার গল্পের বদলে ডায়রিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।'

— কথকের কাছে কে ডায়রি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল? প্রাপ্ত ডায়রিটির প্রকৃতিটি কেমন? ১+২

৭.২.) 'বাবার এই কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।'

— বক্তার পিতার পরিচয় দাও। তাঁর কোন্ কথাগুলো বক্তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল? ১+২

৮। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৮.১) 'স্কুলে কী বিভীষিকাই যে ছিলেন ভদ্রলোক!'

— কার কথা বলা হয়েছে? কীভাবে তিনি ছাত্রদের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিলেন? ১+৪

৮.২.)'দুর্দান্ত চন্দ্রনাথের আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।'

— চন্দ্রনাথকে 'দুর্দান্ত' বলার কারণ কী? তার কোন্ আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল? ২+৩

৯। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৯.১) 'আসিয়াছে শান্ত অনুগত/বাংলার নীলসন্ধ্যা'

— 'আকাশে সাতটি তারা' কবিতায় কীভাবে সন্ধ্যা নেমে এসেছে? কবিতাটিতে গ্রামীণ প্রকৃতির যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তার বিবরণ দাও। ২+৩

৯.২) 'আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।'

— 'বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে'-র যে পরিচয় 'আমরা' কবিতায় ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও। ৫

১০। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

১০.১) 'বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়।'

— প্রাবন্ধিক কোন্ আত্মনির্ভরশীলতার কথা বলেছেন? বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা কেন আত্মনির্ভরশীল নয় বলে তিনি মনে করেছেন? ২+৩

১০.২) 'সকলই মনোহর।'

— উদ্ধৃতাংশটির উৎস উল্লেখ করো। পাঠ্যাংশ অনুসরণে সেই মনোহর দৃশ্যের বিবরণ দাও। ১+৪

১১। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

১১.১) 'সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও।'

— বক্তা সূচককে একথা বলেছেন কেন? বলার সুযোগ পেয়ে কে, কী বলেছিল? ২+৩

১১.২.) 'আপনি প্রবেশ করুন।'

— উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোথায় প্রবেশ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে? তিনি প্রবেশ করার পর সেখানে কী ঘটেছিল? ১+৪

১২। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

১২.১) 'প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সহজাত ক্ষমতা থাকে।'

— উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? প্রসঙ্গক্রমে বক্তা কোন্ কোন্ উদাহরণ দিয়েছেন তা উল্লেখ করো। ১+৪

১২.২) 'এই সময় একটা ঘটনা ঘটল, যেটা বলা যেতে পারে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।'

— ঘটনাটি কী? সেটি কীভাবে বক্তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল? ২+৩

১৩। **কমবেশি ৩০০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো :** **১০×১=১০**

১৩.১। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর

১৩.২। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ

১৩.৩। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

১৩.৪। অষ্টাদশ এশিয়ান গেমস্-এ ভারতের সাফল্য

১৩.৫। ভ্রমণে শিক্ষার আনন্দ

১৪। **নির্দেশ অনুসারে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।** **৪×১=৪**

১৪.১। **প্রদত্ত অংশের ভাবার্থ লেখো :**

দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে, 'গৃহ মোর নাই।
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।'
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।'
সে কহিল, 'চলিলাম।' চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে?'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে,
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

১৪.২। **প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ শব্দের মধ্যে সারাংশ লেখো :**

সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলে কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই — এদের কাছে কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।... তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে

সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মালিকা-মালতি-জাতী-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল, তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতাও আমি করিনি।

১৪.৩। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের সংকেত-সূত্র অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা করো :**

যুদ্ধে পরাজিত এক রাজা আশ্রয় নিলেন পাহাড়ের গোপন গুহায়..... একটি মাকড়সাকে দেখলেন জাল বোনার চেষ্টা করে চলেছে..... বারবার ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সেটি জাল বুনতে পারল..... পরাজিত রাজা ফিরে এসে যুদ্ধ শুরু করলেন এবং জয়ী হলেন।

১৪.৪। **ভাব সম্প্রসারণ করো :**

'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—

মানবের স্নেহ সঙ্গে নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্।'

দশম শ্রেণি

নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৪০

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : ১ × ৭ = ৭

১.১ ‘বছরগুলো নেমে এল তার মাথার ওপর।’ — বছরগুলো তার মাথার ওপর নেমে এসেছিল—

(ক) বৃষ্টির মতো।

(খ) রক্তের একটা কালো দাগের মতো।

(গ) রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো।

(ঘ) পর পর পাথরের মতো।

১.২ ‘ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে!’— কাছে দূরে ছড়ানো রয়েছে —

(ক) ধ্বস।

(খ) আমাদের শিশুদের শব।

(গ) হিমানীর বাঁধ।

(ঘ) গিরিখাদ।

১.৩ ‘তা ওরকম একটি লেখক মেসো থাকা মন্দ নয়।’— একথা বলেছেন —

(ক) তপনের ছোটোমাসি।

(খ) তপনের মেজোকাকু।

(গ) তপনের বাবা।

(ঘ) তপনের ছোটোমামা।

১.৪ ‘আদিতে ফাউন্টেন পেনের নাম ছিল’—

(ক) রিজার্ভার পেন।

(খ) ঝরনা কলম।

(গ) কুইল।

(ঘ) বল পেন।

১.৫ 'আমি <u>ধোপাকে</u> <u>কাপড়</u> দিলাম।'— নিম্নরেখ পদদুটি —

(ক) মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম

(খ) গৌণকর্ম ও মুখ্যকর্ম

(গ) মুখ্যকর্ম

(ঘ) গৌণকর্ম

১.৬ '<u>বাঘের ডাক</u> শোনা যাচ্ছে।'— নিম্নরেখ অংশটি —

(ক) সম্বোধন পদ।

(খ) সম্বন্ধ পদ।

(গ) ক্রিয়া পদ।

(ঘ) অব্যয় পদ।

১.৭ '<u>আমি</u> বাসের পিছনে দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়েয়ে আছি।'— নিম্নরেখ অংশটি যে কারকের উদাহরণ —

(ক) কর্তৃকারক।

(খ) কর্মকারক।

(গ) অপাদান কারক।

(ঘ) অধিকরণ কারক।

২. কমবেশি ২০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো (যে কোনো আটটি) ১ × ৮ = ৮

২.১ 'পৃথিবীতে এমন আলৌকিক ঘটনাও ঘটে'?

— কোন্ অলৌকিক ঘটনার কথা উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে?

২.২ 'শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন ...'

— তপন কী সংকল্প করেছিল?

২.৩ 'যেখানে ছিল শহর' ; সেখানে কী ছড়িয়ে রইল?

২.৪ 'সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী'।

— সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণীটি কী?

২.৫ 'কালগুণে বুঝিবা আজ আমরাও তা-ই।'

— কালগুণে আমাদের অবস্থা কেমন হয়ে উঠেছে বলে লেখকের অভিমত?

২.৬ '... তখন মনে কষ্ট হয় বইকী!'

— কখন লেখকের মনে কষ্ট হয়?

২.৭ একটি অনুসর্গের উল্লেখ করে বাক্যে সেটির ব্যবহার দেখাও।

২.৮ নির্দেশক বলতে কী বোঝ? একটি বাক্যে নির্দেশকের প্রয়োগ দেখাও।

২.৯ উদাহরণ সহ প্রযোজ্য কর্তা বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

২.১০ বাক্যে প্রয়োগ করে উদাহরণ দাও — সমধাতুজ কর্ম।

৩. কমবেশি ৬০ টি শব্দে উত্তর দাও (যে-কোনো দুটি) : ৩ × ২ = ৬

৩.১ 'বিকেলে চায়ের টেবিলে ওঠে কথাটা।'

— বিকেলে চায়ের টেবিলে কোন্ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল?

৩.২ 'আমাদের ইতিহাস নেই'

— উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৩.৩ 'চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।'

— ইতিহাস কীভাবে অপমানিত হয়েছিল তা বুঝিয়ে দেও।

৪. কমবেশি ১২৫টি শব্দে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৪ × ২ = ৮

৪.১ 'আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়।'

— কোন্ মেয়েটির কথা বলা হয়েছে? কোন্ পরিস্থিতিতে সে কথকের জন্য অপেক্ষা করেছে?
১ + ৩ = ৪

৪.২ 'তবে তপনেরই বা লেখক হতে বাধা কী?'

— লেখক হতে তপনের বাধা নেই কেন? প্রথম লেখা গল্প ছাপা হওয়ার পর তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল? ১ + ৩ = ৪

৪.৩ 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।'

— কাদের প্রতি কবির এই আবেদন? 'বেঁধে বেঁধে থাকা'র তাৎপর্যটি কী? ১ + ৩ = ৪

৫. কমবেশি ৬০টি শব্দে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **৩×১=৩**

৫.১ 'আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার কথা।'

— লেখকের প্রথম ফাউন্টেন কেনার সময় যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা নিজের ভাষায় লেখো।

৫.২ 'সব মিলিয়ে লেখালেখি রীতিমতো ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান।'

— কীভাবে লেখালেখি একটা অনুষ্ঠানের রূপ পেত, তা আলোচনা করো।

৬। **কমবেশি ১২৫ টি শব্দে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** ৪×১=৪

৬.১ 'আজ বারুণী।'

— 'বারুণী' তিথিতে গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য 'কোণি' উপন্যাস অনুসরণে আলোচনা করো।

৬.২ 'আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট করে চিঠিতে বলা নেই। সেগুলো জানতে চাই।'

— বক্তা কে? তার বিরুদ্ধে চার্জ এবং তার জবাব তিনি কীভাবে দিয়েছিলেন? ১ + ৩

৭. **চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো :** ৪

The Peacock is first seen on the funeral urns of Harappa. The dead man's spirit or 'Suksma Sarira' is depicted horizontally placed in the belly of the peacock which these birds are supposed to transport to the other world.

নমুনা প্রশ্নপত্র

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৪০

১.১ 'রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এখবর সত্য।' বক্তা —

(ক) জগদীশবাবু।

(খ) নিমাইবাবু।

(গ) রামদাস তলওয়ারকর।

(ঘ) অপূর্ব।

১.২ 'দিগম্বরের জটায় হাসে' —

(ক) সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু।

(খ) শিশু চাঁদের কর।

(গ) সপ্ত মহাসিন্ধু।

(ঘ) দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা।

১.৩ 'জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া' মহাবাহু বিস্মিত, কারণ —

(ক) তিনি কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন।

(খ) তিনি রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন।

(গ) তিনি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

(ঘ) তিনি লঙ্কাপুরীর ধাত্রীদেবীকে চিনতে পারেননি।

১.৪ 'বাইজির ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি।'

বাইজির ছদ্মবেশে হরিদা রোজগার করেন

(ক) ছয় টাকা আট আনা

(খ) আট টাকা ছয় আনা

(গ) আট টাকা দশ আনা

(ঘ) নয় টাকা চার আনা

১.৫ জায়া ও পতি = দম্পতি।

এটি যে সমাসের উদাহরণ —

(ক) দ্বন্দ্ব সমাস

(খ) তৎপুরুষ সমাস

(গ) কর্মধারয় সমাস

(ঘ) বহুব্রীহি সমাস

১.৬ 'সিংহাসন' শব্দের ব্যাসবাক্যটি হলো —

(ক) সিংহ চিহ্নিত আসন

(খ) সিংহ লাঞ্ছিত আসন

(গ) সিংহের আসন

(ঘ) সিংহ বাঞ্ছিত আসন

১.৭ যে সমাসে প্রতিটি পদের অর্থ প্রাধান্য পায়, সেটি হলো —

(ক) দ্বন্দ্ব সমাস

(খ) বহুব্রীহি সমাস

(গ) কর্মধারয় সমাস

(ঘ) তৎপুরুষ সমাস

২। কমবেশি ২০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : **১×৮=৮**

২.১ 'নাদিলা কর্বূরদল...'

— কর্বূরদলের 'নাদ'-এর কারণ কী?

২.২ 'গিরিশৃঙ্গ' কিম্বা তরু যথা বজ্রাঘাতে!'

— এই উপমাটি কোন্ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে?

২.৩ 'গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা।'

— হরিদার শোনা গল্পটি কী?

২.৪ 'বা, সত্যি, খুব চমৎকার পুলিশ সেজেছিল হরি!'

— হরি কীভাবে পুলিশ সেজে অভিনয় করেছিল?

২.৫ 'রামদাস কহিল, তাহলে আপনাকেই হয়তো আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

— কোন্ ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে করতে হতে পারে বলে বক্তার অভিমত?

২.৬ 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

— কবি কাদের জয়ধ্বনি করতে বলেছেন?

অথবা

'... স্তব্ধ চরাচর।'

— চরাচর স্তব্ধ কেন?

২.৭ সমাস ও সন্ধির দুটি প্রধান পার্থক্য নির্দেশ করো।

২.৮ 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?

২.৯ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের একটি উদাহরণ দাও।

অথবা

'কালসর্প' শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।

৩. কমবেশি ৬০টি শব্দে উত্তর দাও : ৩×২=৮

৩.১ 'আপনি একটা মিনিট থাকুন বিরাগীজি।'

— বক্তা কে? তিনি কাকে, কেন অপেক্ষা করতে বললেন? ১+২

অথবা

'কী অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা!'

— হরিদা কে? তার বলা কোন্ কথাকে, কেন 'অদ্ভুত' বলা হয়েছে? ১+২

৩.২ 'কাঁপিলা লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি।'

— 'লঙ্কাপুরী' এবং 'জলধি' কেঁপে ওঠার কারণ নির্দেশ করো।

অথবা

'বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।'

— কে কার কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছে? বিদায় প্রার্থনার কারণ বুঝিয়ে দাও। ১+২

৪। কমবেশি ১৫০টি শব্দে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫×১=৫

৪.১ 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?'

— কবি কাদের একথা বলেছেন? ধ্বংস দেখে ভয় করার মধ্যে ভুল কোথায়? ২+৩=৫

অথবা

'...তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না তলওয়ারকর!'

— বক্তা কে? কোন্ লাঞ্ছনার কথা তিনি পরিস্ফুট তলওয়ারকরকে শুনিয়েছেন? উদ্ধৃতাংশে তার মানসিক পরিস্থিতি আলোচনা করো। **১+১+৩=৫**

৫। কমবেশি ১২৫টি শব্দে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **৪×১=৪**

৫.১ 'পলাশি, রাক্ষসী পলাশি।'

— বক্তা কে? পলাশির প্রান্তরকে তিনি রাক্ষসী বলেছেন কেন? ১+৩=৪

৫.২ 'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয় — মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।' —
বক্তা কে? কোন্ পরিস্থিতিতে তিনি কাদের এভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন? ১+৩=৪

৬। কমবেশি ১৫০টি শব্দে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও **৫×১=৫**

৬.১ 'ঘুমের মধ্যেই কোনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।'

— কোনি কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছিল? কোন্ স্বপ্ন দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল? ১+৪=৫

৬.২ 'তোর আসল লজ্জা জলে, আসল গর্বও জলে।'

— বক্তা কে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি কীভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন, তা উদ্ধৃতিটির আলোকে বিশ্লেষণ করো। ১+৪=৫

৭। কমবেশি ১৫০টি শব্দে একটি বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো : **৫×১=৫**

৭.১ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন।

৭.২ বিশ্ব নারীদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো।

নমুনা প্রশ্নপত্র

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৯০

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **১×১৭=১৭**

১.১ 'আমি বাবু ভারী ধর্মভীরু মানুষ'— কথাটি বলেছে

(ক) গিরীশ মহাপাত্র (খ) নিমাই বাবু

(গ) অপূর্ব (ঘ) রামদাস

১.২ স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের থেকে হরিদা পেয়েছিল—

(ক) চার আনা (খ) পাঁচ আনা

(গ) সাত আনা (ঘ) আট আনা

১.৩ 'তারপর ধমক খায়'— তপন ধমক খায়

(ক) গল্প লেখার জন্য (খ) নিজের লেখা গল্প না পড়ার জন্য

(গ) ছোটোমাসির অবাধ্য হওয়ার জন্য (ঘ) লেখাপড়ায় মনযোগ না দেওয়ার জন্য

১.৪ 'অভিষেক' শীর্ষক কাব্যাংশটি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর যে সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে—

(ক) প্রথম সর্গ (খ) দ্বিতীয় সর্গ

(গ) তৃতীয় সর্গ (ঘ) চতুর্থ সর্গ

১.৫ 'সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।' সভ্যতার 'শেষ পুণ্যবাণী' হল—

(ক) হিংসা-দ্বেষ বর্জন করো (খ) মঙ্গল করো

(গ) ক্ষমা করো (ঘ) দয়া করো

১.৬ 'ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায়—'—

(ক) নীল গগনে (খ) নীল আকাশে

(গ) নীল খিলানে (ঘ) নীল সাগরে

১.৭ 'লেখার পাত' বলতে বোঝানো হয়ে থাকে—

(ক) লেখার কাগজকে (খ) তালপাতাকে

(গ) কলাপাতাকে (ঘ) শালপাতাকে

১.৮ কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খোঁজেন—

(ক) কবি (খ) প্রাবন্ধিক

(গ) নাট্যকার (ঘ) দার্শনিক

১.৯ অল্পবিদ্যা যে ভয়ংকরী— তার প্রমাণ লেখক যেভাবে পেয়েছেন, তা হল—

(ক) শব্দ আলোর আগে পৌঁছয় (খ) ওজোন গ্যাস স্বাস্থ্যকর

(গ) বায়ুর ওজন আছে (ঘ) আলো অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন

১.১০ যে বাচ্যে ক্রিয়াপদ কর্মের অনুগামী হয়, তা হল —

(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য

(গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

১.১১ 'পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই'— নিম্নরেখ পদটি যে কারকের দৃষ্টান্ত—

(ক) কর্তৃকারক (খ) অধিকরণ কারক

(গ) করণ কারক (ঘ) কর্মকারক

১.১২ 'এই অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর সরকারের মাথা থেকে বেরলো না'।—বাক্যটি হল—

(ক) সরল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য

(গ) জটিল বাক্য (ঘ) মিশ্র বাক্য

১.১৩ 'আমরা'— এই সমাসবদ্ধ পদটি যে সমাসের দৃষ্টান্ত—

(ক) একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস (খ) নিত্যসমাস

(গ) অব্যয়ীভাব সমাস (ঘ) সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস

১.১৪ যে বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতি থাকে, তাকে বলা হয়—

(ক) আবেগসূচক বাক্য (খ) প্রশ্নবোধক বাক্য

(গ) নির্দেশক বাক্য (ঘ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

১.১৫ কর্মধারয় সমাসে প্রাধান্য লক্ষ করা যায়—

(ক) পরপদের অর্থ (খ) উভয়পদের অর্থ

(গ) পূর্বপদের অর্থ (ঘ) সমস্ত পদের ভিন্ন অর্থ

১.১৬ কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি অকর্মক হলে তাকে রূপান্তরিত করা হয়—

(ক) কর্তৃবাচ্যে (খ) কর্মবাচ্যে

(গ) ভাববাচ্যে (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যে

১.১৭ রূপের দিক থেকে বাক্য

(ক) দুই প্রকারের (খ) তিন প্রকারের

(গ) চার প্রকারের (ঘ) পাঁচ প্রকারের

২. কম-বেশি ২০টি শব্দে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। ১×১৯=১৯

২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৪=৪

২.১.১ 'কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।'— কোন কথাটি শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গিয়েছিল?

২.১.২ 'হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বসলাম।'—কোন গল্পের প্রসঙ্গ উদ্ধৃতাংশে রয়েছে?

২.১.৩ 'নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।'— নিমাইবাবুর চুপ করে থাকার কারণ কী?

২.১.৪ 'হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল?—অমৃতের মাথায় কোন বুদ্ধির উদয় হল?

২.১.৫ 'নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে।'—নদেরচাঁদের কৈফিয়তটি কী?

২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৪=৪

২.২.১ 'তারপর যুদ্ধ এল'—কীসের মতো যুদ্ধ এল?

২.২.২ 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'—একথা বলার কারণ কী?

২.২.৩ 'হায় ছায়াবৃতা'—আফ্রিকাকে 'ছায়াবৃতা' বলা হয়েছে কেন?

২.২.৪ 'হা, ধিক মোরে'—বক্তা কী বলে আত্মধিক্কার দিয়েছেন?

২.২.৫ '— স্তব্ধ চরাচর'—চরাচর স্তব্ধ কেন?

২.৩ নীচের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৩=৩

২.৩.১ 'বাংলায় একটা কথা চালু ছিল।'— কথাটি কী?

২.৩.২ কোন কলমের সূত্রে কলমের দুনিয়ায় সত্যিকারের বিপ্লব ঘটেছিল?

২.৩.৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত পরিভাষা সমিতিতে কারা ছিলেন?

২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৮=৮

২.৪.১ সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন?

২.৪.২ সমধাতুজ কর্মের একটি উদাহরণ দাও।

২.৪.৩ শূন্য বিভক্তি বলতে কী বোঝো?

২.৪.৪ অনুসর্গ ও বিভক্তির একটি পার্থক্য লেখো।

২.৪.৫ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো—ইন্দ্রজিৎ।

২.৪.৬ যোগ্যতাহীন একটি বাক্যের উদাহরণ দাও।

২.৪.৭ কোন বাচ্যের রূপান্তর সম্ভব নয়?

২.৪.৮ আমার দ্বারা চিঠি লেখা হচ্ছে। (কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করো।)

২.৪.৯ কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে রূপান্তরের একটি নিয়ম লেখো।

২.৪.১০ 'জেলেরা মাছ ধরছে।'—জটিল বাক্যে পরিবর্তন করো।

৩। **প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কম-বেশি ৬০টি শব্দে উত্তর দাও :**

৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৩+৩=৬

৩.১.১ 'পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে।'
—কোন ঘটনাটিকে 'অলৌকিক' বলা হয়েছে? কেন সেই ঘটনা 'অলৌকিক'? ১+২

৩.১.২ 'তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।'— 'ঢং' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কীসে বক্তার ঢং নষ্ট হয়ে যাবে? ১+২

৩.২ যে-কোনা একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩.২.১ 'শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে'—কে শঙ্কাকে হার মানাতে চাচ্ছিল? কীভাবে সে শঙ্কাকে হার মানাতে চাচ্ছিল? ১+২

৩.২.২ 'পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।' —পঞ্চকন্যা কারা? তারা কীভাবে চেতনা ফিরে পেল? ১+২

৪। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো <u>একটি</u> প্রশ্নের উত্তর দাও :** ৫

৪.১ 'পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সামনে হাজির করা হইল।' —' পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট' কথাটির অর্থ কী? তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোন পরিস্থিতি তৈরি হল? ১+৪

৪.২ 'চমকে উঠলেন জগদীশবাবু।'—জগদীশবাবুর পরিচয় দাও। তিনি কেন চমকে উঠলেন? ২+৩

৫। **কমবেশি <u>১৫০</u> শব্দে যে কোনো <u>একটি</u> প্রশ্নের উত্তর দাও :**

৫.১ 'শিশু আর বাড়িরা খুন হলো/সেই মেয়েটির মৃত্যু হল না।'—কে এই মেয়ে? তাঁর 'মৃত্যু হল না'—একথা বলার কারণ কী? শিশু ও বাড়িরা কী কারণে— খুন হল? ১+২+২

৫.২ 'অস্ত্র ফ্যালো অস্ত্র রাখো পায়ে'—কার উদ্দেশে এই আবেদন? আবেদনটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ১+৪

৬। **কম-বেশি <u>১৫০</u> শব্দে যে কোনো <u>একটি</u> প্রশ্নের উত্তর দাও :** ৫

৬.১ 'আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন—'শব্দের ত্রিবিধ কথা' কী? 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান' প্রবন্ধে এই 'ত্রিবিধ কথা'র প্রসঙ্গ এসেছে কেন? ২+৩

৬.২ 'ফাউন্টেন পেন' বাংলায় কী নামে পরিচিত? 'ফাউন্টেন পেন'-এর জন্ম-ইতিহাসটি বিবৃত করো। ১+৪

৭। **কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** ৪

৭.১ 'আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।'— বক্তা কে? তিনি নিজের কোন অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন? ১+৩

৭.২ 'জাতির সৌভাগ্যসূর্য আজ অস্তাচলগামী।'—কোন জাতির কথা উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে? তার সৌভাগ্য সূর্য অস্তাচলগামী কেন? ১+৩

৮। **কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** ২×৫=১০

৮.১ 'একে স্পোর্ট বলতে ক্ষিতীশের ভীষণ আপত্তি।'—ক্ষিতীশ কাকে স্পোর্ট বলতে নারাজ? কেন তিনি একে স্পোর্ট বলতে চান না? ২+৩

৮.২ 'ফ্যাকাসে হয়ে গেল কোনির মুখ'।—'কোনি'র পরিচয় দাও। তার মুখ কেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল? ২+৩

৮.৩ 'ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত।'— কে এই ক্ষিতীশ? তাঁর মধ্যে কখন এমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল? ২+৩

৯। **চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো :** ৪

Student life is the stage of preparation for future. This is the most important period of life. A student is young today, but he will be a man tomorrow. He has different duties.

১০। **কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** ১×৫=৫

১০.১ অরণ্যসপ্তাহ উদ্‌যাপনে তৎপর দুই ছাত্রের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।

১০.২ চলে গেলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য— এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

১১। **কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো :** ১০

১১.১ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

১১.২ একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

১১.৩ বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের উপযোগিতা

১১.৪ সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়

কর্মপত্র

১

Interpretation Construction (ICON) Model (1995) [ব্যাখ্যামূলক নির্মাণ নকশা (১৯৯৫)]

ক্রমপর্যায়

- পর্যবেক্ষণ (Observation)
- পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগসাধন (Contextual accomodation)
- বৌদ্ধিক/জ্ঞানগত শিক্ষানবিশি (Cognitive apprenticeship)
- সহযোগ (Collaboration)
- ব্যাখ্যামূলক নির্মাণ (Interpretation Construction)
- বহুমুখী বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাখ্যা (Multiple Interpretation)
- বহুমুখী, সংহত, সামগ্রিক উপস্থাপন (Multiple Manifestation)

নির্বাচিত পাঠ	**ICON Model** অনুসারে শ্রেণিশিখন

কর্মপত্র

২

ছোটোগল্প পঠন-পাঠনের কৌশল

কর্মপত্র

৩

উপন্যাসের-অংশ পঠন-পাঠনের কৌশল

কর্মপত্র

৪

প্রবন্ধ পঠন-পাঠনের কৌশল

কর্মপত্র

৫

নাটকপঠন-পাঠনের কৌশল

কর্মপত্র

৬

কবিতা পঠন-পাঠনের কৌশল

কর্মপত্র

৭

ব্যাকরণ পঠন-পাঠনের কৌশল

কর্মপত্র

৮

নির্মিতির অংশের পঠন-পাঠনের কৌশল

প্রবন্ধ, ভাব সম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সারাংশ, গল্পলিখন

কর্মপত্র

৯

Universal Themes

Abandonment
Acceptance
Accomplishment
Adventure
Anxiety
Appreciation
Appreciation of Nature
Attitude
Balance
Belonging
Brotherhood
Cause and Effect
Challenge
Change
Choices
Collaboration
Coming of Age
Commitment
Communication
Community
Culture
Compassion
Compromise
Concern
Conflict
Conflict Resolution
Conformity
Connections
Consequences
Consideration
Cooperation
Courage
Cycles
Denial
Determination
Devotion
Differences
Dignity
Discovery
Empathy
Enthusiasm
Environment
Escape
Excellence
Exploration
Facing Fear
Fairness
Faith
Fame
Family
Fear
Forgiveness
Freedom
Friendship
Generations
Goals
Gratitude
Heroism
Honesty
Honor
Hope
Humility
Humor
Identity
Imagination
Individuality
Influence
Ingenuity
Initiation
Innocence
Innovation
Inspiration
Integrity
Interdependence
Isolation
Justice
Kindness
Leadership
Loneliness
Loss
Love
Loyalty
Magnitude
Memory
Nature
New Experiences
Opportunity
Optimism
Order vs. Chaos
Origins
Parallelism
Patience
Patriotism
Patterns
Peace
Peer Pressure
Perseverance
Perspectives
Point of View
Possibilities
Power
Prejudice
Pride
Problem Solving
Reciprocity
Reflection
Relationships
Relativity
Resourcefulness
Respect
Responsibility
Self Awareness
Self Discipline
Self Esteem
Self Respect
Self Sacrifice
Sensitivity
Social Change
Structure
Success
Survival
Sympathy
Systems
Tolerance
Tradition
Tragedy
Transformation
Uncertainty
Virtue
Wisdom
Work

কর্মপত্র

১০

Literacy Components for Reading Instruction SAMPLE

Narrative Text Structure

A. Setting
B. Characterization
C. Problem/Solution
D. Plot
Main Idea & Supporting Details
Conflict
Roadblocks
Main Events

Literary Craft

A. Cause and Effect
B. Points of view
C. Similes and Metaphor
D. Mood
E. Fact and Opinion
F. Personification
G Flashback
H. Foreshadowing
I. Use of humour, sarcasm & imagery

Non-fiction Text Structures

A. Description or list
B. Sequence or time order
C. Compare and Contrast
D. Cause and Effect
E. Problem and Solution
F. Fact and Opinion
G Central Idea

Non-fiction Text Features

↔

Reading Skills & Strategies

SUSTAINING STRATEGIES

A. Solving Words:
- *Common word patterns*
- *Using context clues*
- *Infer word meanings*
- *Using root words and affixes*
- *Using reference sources*

B. Activate Prior Knowledge and Predict
C. Fluency
D. Adjusting Reading Rate
E. Monitoring & Correcting
F. Information Gathering

EXPANDING STRATEGIES

A. Reciprocal Teaching:
(Clarifying, Questioning Summarizing, Predicting)
B. Making Connections
C. Visualizing
D. Making Inferences
E. Determining Importance
F. Analyzing
G Drawing Conclusions
H. Synthesizing

কর্মপত্র

১১

Processing a Written Text

Ways of Thinking	***Strategic Actions for Processing Written Texts***	
Thinking Within the Text	***Solving Words***	*Using a range of strategies to take words apart and understand what words mean.*
	Monitoring and Correcting	*Checking whether reading sounds right, looks right and makes sense and working to solve problems.*
	Searching for and Using Information	*Searching for and using all kinds of information in a text.*
	Summarizing	*Putting together and remembering important information and disregarding irrelevant information while reading.*
	Maintaining Fluency	*Integrating sources of information in a smoothly operating process that results in expressive, phrased reading.*
	Adjusting	*Reading in different ways as appropriate to the purpose for reading and type of text.*
	Questioning	*Readers ask themselves questions to help clarify confusions.*
Thinking Beyond the Text	***Predicting***	*Using what is known to think about what will follow while reading continuous text.*
	Making Connections • *Personal* • *World* • *Text*	*Searching for and using connections to knowledge gained through personal experiences, learning about the world, and reading other texts.*

	Inferring	*Going beyond the literal meaning of a text to think about what is not stated but is implied by the writer.*
	Synthesizing	*Putting together information from the text and from the reader's own background knowledge in order to create new understandings.*
	Questioning	*Readers ask themselves questions to push out new thinking.*
Thinking about the Text	***Analyzing***	*Examining elements of a text to know more about how it is constructed and noticing aspects of the writer's craft.*
	Critiquing	*Evaluating a text based on the reader's personal world, or text knowledge and thinking critically about the ideas in it.*
	Questioning	*Readers ask questions and consider information and opinions from other readers.*

Reference : Fountas, Irene C. & Pinneli, Gay Su. (2006) Teaching for Comprehending and Fluency. Thinking, Talking, and Writing about Reading, K-8; Heinemann; Portsmouth.

কর্মপত্র

১২

Question Stems

Thinking within the text
✓ *What was the problem in the story? What did ______ do to solve the problem?* ✓ *What happened in the story? How did the story end?* ✓ *Explain what you learned in this book. What did you learn about ____?* ✓ *What were some important facts about ____ in this book?* ✓ *What information did you learn from the (Chart, map, label, graph, photo, drawing, glossary)? What kind of information does it give you?*
Thinking Beyond the Text
✓ *Tell me some ways ___ and ___ are alike/different.* ✓ *Tell me how ____ felt when ____ why?* ✓ *Why is ____ important?* ✓ *How does ____ change? What does ____ learn?* ✓ *How do you think ____ felt when (or about) ____?* ✓ *Why do you think ____? Can you give an example from the book?* ✓ *Make a prediction about ____. How do you know something is going to happen here?* ✓ *What does the writer say that makes you think that?* ✓ *What is a question you still have about ___?* ✓ *What lesson did ____ learn?* ✓ *What was the value of ___ to ___ ?*
Thinking About the Text
✓ *Is this a good title for this story? Why (not)?* ✓ *What makes the title, ___ a good one for this book?* ✓ *What did ___ learn? How do you know this?* ✓ *Why do you think the writer said ___?* ✓ *What did the writer mean by ____?* ✓ *Show the sections of the book and tell the kind of information in each section.* ✓ *How does the heading help you read the book?* ✓ *How did the writer help you understand ___?* ✓ *How did the writer make this book interesting?* ✓ *Look at the way the writer began the book. What did the writer do to get you interested in the topic?* ✓ *What side do you think the writer is on? Why?*

- ✓ *What is the significance of ____?*
- ✓ *Why do you think the writer wrote this book in 1st (or 3rd) person?*
- ✓ *What genre did the writer use? What makes you think that?*
- ✓ *Look at the way the writer ended the book. Do you think this is a good way to end? Why or why not?*
- ✓ *Give an example of a description the writer used to show what ___ was like.*
- ✓ *What was the most important part of the story and why?*
- ✓ *Find the part in the story where ___.*
- ✓ *What did the writer mean when she/he said ___?*
- ✓ *What was the writer's message?*
- ✓ *The writer used specific words/phrases to describe ___. Can you give examples?*
- ✓ *How did the writer let you know that something exciting was going to happen (foreshadowing)? Find examples from the text.*
- ✓ *Look back at the text and find some powerful descriptive words. Explain what they mean.*

কর্মপত্র

১৩

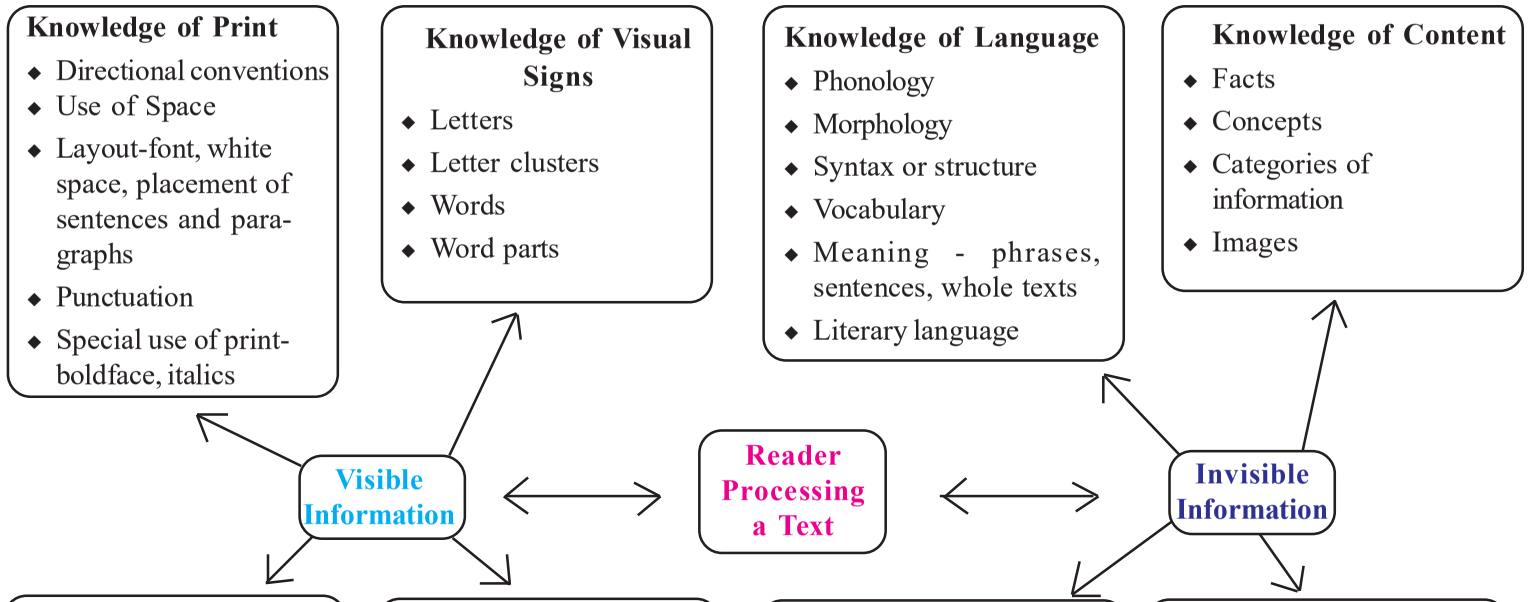

Fountas & Pinnell (2006) Teaching for Comprehending and Fluency. p. 18

Summary of Visible and Invisible Information

কর্মপত্র

১৪

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত সংযোজন

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬